সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৫২

মৃগলুব্ধ-সংবাদ

রামরাজা-বিরচিত

শ্রীযুক্ত মুন্‌সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ

সম্পাদিত

লালগোলাধিপতি

রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

অর্থানুকূল্যে

কলিকাতা, ২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩২২

মূল্য— সাধারণের পক্ষে

শাখা সভার সদস্য পক্ষে ৶১০

পরিষদের সদস্য পক্ষে ৶০

কলিকাতা
২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

দ্বিজ রতিদেব-কৃত "মৃগলুব্ধে"র মত এই পুথিতেও এক মৃগ ও লুব্ধের (ব্যাধের) কাহিনী বর্ণনচ্ছলে শিবচতুর্দ্দশী ব্রতের মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়াছে। শৈব সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে আমরা উক্ত পুথির ভূমিকায় যে সকল কথা বলিয়াছিলাম, এই পুথির সম্বন্ধেও তাহার সবগুলিই প্রযোজ্য। তবে এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া অকারণে ভূমিকার কলেবর বৃদ্ধি করার প্রয়োজন দেখি না।

রামরাজ বা রামরাজা নামক জনৈক কবি এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। নিম্নে তিন স্থান হইতে তিনটি ভণিতা উদ্ধৃত করা গেল;—

(১) শঙ্করকিঙ্কর শিশু রামরাজে গাএ।
মৃগলুব্ধ গাইল প্রথম অধ্যায়॥

(২) শঙ্করকিঙ্কর রামরাজা ভণে।
দ্বিতীয় অধ্যায় নরক লক্ষণে॥

(৩) হরষিত হইয়া রামরাজা গাএ।
ব্যাধের গমন শুনি তৃতীয় অধ্যায়॥

এরূপ ভণিতা ভিন্ন গ্রন্থে আর কোথাও কবির কোনরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না।

রামরাজ বা রামরাজা নামটা হিন্দুসমাজে কতকটা নূতন ও বিরল-প্রচলিত বলিয়াই বোধ হয়। রাজারাম নামই সাধারণতঃ

তৎসমাজে শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। এ স্থলেও আমরা কবির নাম রাজারাম বলিয়া অনুমান করিতে পারিতাম, কিন্তু প্রাগুদ্ধৃত ভণিতাগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার নাম রামরাজ বা রামরাজা ছিল,—রাজারাম নহে। পদ মিলাইবার অনুরোধে একটি স্থানে রামরাজার পরিবর্ত্তে 'রামরায়' পাঠও দেখা যায়; কিন্তু সমাক্ষরযুক্ত 'রাজারাম' পাঠ দেখা যায় না। 'রামরায়'কে 'রাম রাজা' নামের রূপান্তর জ্ঞানে সহজেই অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু রামরাজাকে কিছুতেই 'রাজারাম' করা যাইতে পারে না। তাহার নামের সঙ্গে 'রাজা' শব্দের সংযোগ দেখিয়া তাঁহাকে কোন দেশের রাজা অনুমান করিতে গেলে অথবা ঐ শব্দকে সর্ব্বত্র 'রায়' শব্দের দ্যোতক মাত্র মনে করিলে পাঠকগণ অনুমানকর্ত্তার বুদ্ধির দৈর্ঘ্য ও প্রাখর্য্য দেখিয়া নিশ্চয়ই অতিমাত্র বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবেন, সন্দেহ নাই! কিন্তু এ অকিঞ্চনের অল্প-বিষয়া মতি সম্প্রতি ততটা দৌড়িতে অক্ষম, এ কথা সরলভাবে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াই লওয়া যাইতেছে! ফলতঃ এ স্থলে 'রাজা' শব্দে কোন রাজাকেও বুঝায় না, 'রায়'কেও বুঝায় না; উহা নামের একটা অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে কাহার নাম? হিন্দুর? না মুসলমানের বা অন্য কোন জাতির?

শেষাংশে 'রাজা' শব্দযুক্ত কোন নাম (এক 'রাখালরাজ' ভিন্ন) হিন্দুর মধ্যে প্রচলিত আছে বলিয়া প্রায়ই জানা যায় না। মুসলমানদের মধ্যে ঐ শব্দযুক্ত কয়েকটি নাম দেখা যায় বটে; যেমন—আলি রাজা, মানু রাজা, কাদির রাজা। তাহা হইলেও কিন্তু রামরাজা মুসলমান ছিলেন না, ইহা নিশ্চিত। সাধারণতঃ চট্টগ্রামের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বড়ুয়া মগদের মধ্যেই নামের সহিত

'রাজ' শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অধিক দেখা যায়; যথা— ধর্ম্মরাজ বড়ুয়া, অঙ্গরাজ বড়ুয়া, নবরাজ বড়ুয়া, মহারাজ বড়ুয়া, শুকরাজ বড়ুয়া, জয়রাজ বড়ুয়া ইত্যাদি। এই সব বিবেচনা করিয়া আমার খুবই সন্দেহ হইতেছে, কবি রামরাজ কোন বড়ুয়া মগবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামে মগের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য নহে, ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। হিন্দু-মুসলমানের মত তাঁহাদের মাতৃভাষাও বাঙ্গালাই বটে। তাঁহাদের প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য-সেবার কোন পরিচয় পাওয়া না গেলেও এত লোকের মধ্যে একজন লোকও যে বাঙ্গালায় কোন গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই, এরূপ অনুমানও বড় সঙ্গত বোধ হয় না। বরং তদ্রূপ অনুমানের বিপরীত প্রমাণই সম্প্রতি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। "মগা ধর্ম্ম-ইতিহাস" নামক একখানি প্রাচীন হাতের লেখা গ্রন্থের কতটুকু কিছু দিন হইল, আমার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। উহার প্রণেতা হরিচাঁদকেও আমি বড়ুয়া মগ বলিয়াই অনুমান করি।

এ স্থলে এ কথাও বলিয়া দেওয়া উচিত যে, কবি রামরাজকে বড়ুয়া মগ বলিবার বিপক্ষে গ্রন্থে একটা উক্তি আছে। সেটি এই যে, তিনি নিজকে "শঙ্করকিঙ্কর" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। ইহা হইতে তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া বুঝা যায় বটে, কিন্তু "শঙ্কর-কিঙ্কর" হইলেই যে কাহাকেও নিশ্চয়ই হিন্দু হইতে হইবে, সর্ব্বত্র এরূপ বিশ্বাস করিবারও যথেষ্ট কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কারণ, মগেরাও যখন হিন্দুর অনেক দেব-দেবীকে মানিতেন (এবং এখনও অনেকটা মানিয়া থাকেন), তখন তাঁহাদের পক্ষেও "শঙ্কর-কিঙ্কর" হওয়া কিছু অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ এক সময়ে চট্টগ্রামের

মগেরা হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতির মধ্যে পড়িয়া নানা কারণে আপনাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা না বৌদ্ধ, না হিন্দু, না মুসলমানরূপ এক অদ্ভুত জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহারা হিন্দুর দেব-দেবীকে যেমন মানিতেন, মুসলমানের পীর-পয়গাম্বরকেও তেমন ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। এখনকার ন্যায় তাঁহারা তখন হিন্দু-মুসলমানের বাড়ীতে আহারাদি গ্রহণেও দ্বিধাবোধ করিতেন না। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সংস্কারক চাইমিতা আসিয়া এ পঙ্কিল স্রোতে বাধা না দিলে এত দিনে চট্টগ্রামের মগেরা জাতি হিসাবে কোন্ খাতে যাইয়া পড়িতেন, তাহা আমি কল্পনা করিতে অক্ষম। এখনও তাঁহারা হিন্দুর দেব-দেবী বা মুসলমানের পীর-পয়গাম্বরদের প্রতি একেবারে শ্রদ্ধাহীন হইয়াছেন, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। কাব্যাদি লিখিতে বসিয়া একেশ্বরবাদী মুসলমান কবিগণও অনেকে আপনাদিগকে হিন্দু দেব-দেবীর "সেবক" ইত্যাদিরূপে পরিচিত করিয়া গিয়াছেন,—এরূপ দৃষ্টান্তও বঙ্গ-সাহিত্যে বিরল নহে। প্রসিদ্ধ ফকির-কবি আলিরাজা ওরফে কানু ফকির "রাধাকৃষ্ণের পদযুগে" কত কবিতাই না লিখিয়া গিয়াছেন! তাই বলিয়া তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া বিনিশ্চিত করা যাইতে পারে না। এই অবস্থায় "শঙ্কর-কিঙ্কর" বলিলেই যে কাহাকেও নিশ্চয়ই হিন্দু বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, সব সময়ে এরূপ যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করা যায় না। সমালোচ্য পুথিখানি পাওয়াও গিয়াছে এক মগের বাড়ীতে—চট্টগ্রাম—আনোয়ারার পার্শ্ববর্ত্তী রুদুরা গ্রামবাসী শ্রীমান্ অখিলচন্দ্র বড়ুয়ার গৃহে। অধিকন্তু দেখা যাইতেছে, উহার লেখকও একজন মগ,—শ্রীধুউচাঙ্গ

বড়ুয়া সাকিন রুতুরা। এরূপ সব দিক্ বিবেচনা করিলে "শঙ্কর-কিঙ্কর" হওয়া সত্ত্বেও কবি রামরাজের পক্ষে চট্টগ্রামের বড়ুয়া মগ-বংশে উৎপত্তি কিছুই বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না।

কবি মগ হইয়া হিন্দুর শিবচতুর্দ্দশী ব্রতের মাহাত্ম্যদ্যোতক গ্রন্থ লিখিতে গেলেন কেন, এরূপ একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে বটে; কিন্তু সেরূপ প্রশ্নেরও যে বিশেষ কিছু অর্থ আছে, এমন মনে হয় না। সাত সমুদ্র তের নদীর ও পারে বসিয়া জর্ম্মনবংশীয় ম্যাক্স্ মুলার যদি হিন্দুর বেদ-বেদান্ত-বিষয়ে গ্রন্থাদি লিখিতে পারেন, আর এই গ্রন্থের অকিঞ্চন সম্পাদক যদি স্বীয় জীবনের সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বর্ষকাল হিন্দু সাহিত্যালোচনায় ক্ষেপণ করিতে পারেন, তবে কবি রামরাজ একখানি মাত্র হিন্দু গ্রন্থ লিখিয়া এমন কি অপরাধ করিয়াছেন, বুঝিতে পারি না! বিশেষতঃ দেখা যাইতেছে যে, এই গ্রন্থখানি তাঁহার মৌলিক রচনা নহে,—কোন একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই তিনি ইহার রচনা করিয়াছেন। মানুষের রুচি কখন্ কোন্ দিকে ধাবিত হয়, কে বলিবে?

কবি রামরাজা হয় ত মগ ছিলেন,—ইহা আমার একটা অনুমান মাত্র। এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কোন কথা বলা একরূপ অসম্ভব। সুধীসমাজে আমার এই মত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে কি না, জানি না। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সরল মনে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই অকপট ভাবে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছি। গ্রন্থে কোথাও কবির জাতিধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ নাই। তিনি হিন্দু ছিলেন—এরূপ অনুমান করিলেও তিনি হিন্দুর কোন্ বর্ণের অন্তর্গত ছিলেন,—পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, যে ধর্ম্মীয় হউন না কেন, তিনি চট্টগ্রামেরই কবি ছিলেন।

চট্টগ্রামে শৈব ধর্ম্মের তৎকালীন প্রাবল্যের কথা স্মরণ করিলে, বিশেষতঃ পুথির ভাষা পর্য্যালোচনা করিলে সকলকে একপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হইবে।

লোকসমাজে রামরাজ বা রামরাজা নাম যে কতকটা নূতন, সে কথা আগেই বলিয়াছি। বঙ্গ-সাহিত্যেও এই নামের কবি একেবারে নূতন,—এ নামের আর কোন কবি আছেন বলিয়া এ পর্যান্ত জানা যায় নাই। "দণ্ডীপর্ব্ব" বলিয়া যে একখানি গ্রন্থ আছে, তাহা রাজারাম দত্তের রচিত,—রামরাজার নহে।

দ্বিজ রতিদেবের "মৃগলুব্ধে" উহার রচনাকাল-জ্ঞাপক একটা পদ আছে। তাহার সাহায্যে উহার রচনাকাল ২৪১ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই পুথিতে সেরূপ কোন পদ বা শ্লোক নাই। ইহার প্রতিলিপির তারিখ ১১৪২ মঘী ৩১শে ভাদ্র। তাহা দ্বারা ইহার বর্ত্তমান বয়স ১২৭৭—১১৪২=১৩৫ বৎসর হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু পুথিখানি যে ইহার বহু পূর্ব্বের রচিত, তাহা ইহার ভাষা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

"মৃগলুব্ধে"র ভূমিকায় আমরা বলিয়াছিলাম, "রতিদেব ও রামরাজার গ্রন্থ একত্র পাঠ করিতে বসিলে স্বতঃই মনে হয়, যেন এক কবি অন্য কবির চিত্ররেখার উপর রং ফলাইয়াছেন। রতিদেবের রচনা প্রায় সরল ও বিশুদ্ধ; রামরাজার রচনা অপেক্ষাকৃত জটিল ও অস্পষ্ট। * * * অনেক স্থানে উভয়ের রচনায় সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, আবার অনেক স্থানে পরস্পরের অনুকরণ বলিয়াও বোধ হয়।" আমাদের এই উক্তির পোষকতায় এবং তুলনার সুবিধার জন্য আমরা উভয় গ্রন্থ হইতেই কয়েকটি স্থল নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি;—

অএ প্রভু শুন কহি সানন্দিত মনে।
কহিব উত্তম কথা শুন সাবধানে॥
মুনিপত্নী কহিলেন আমার স্থানএ।
জে কথা কহিল চিত্রকূট পর্ব্বতএ॥
মৃগের ব্যাধর এক অপূর্ব্ব কথন।
কহি তোহ্মাতে কথা শুন দিয়া মন॥
রুক্মিণীর এ সকল শুনিআ উত্তর।
জিজ্ঞাসিলা পুনি তবে হস্তিনা ঈশ্বর॥
জেই কথা কহিলা তুহ্মি কূট পর্ব্বতএ।
কোন দেশে চিত্রকূট পর্ব্বত আছএ॥

মৃগলুব্ধ-সংবাদ—৯-১০ পৃষ্ঠা।

নৃপতির হেন বাক্য শুনিআ রুক্মিণী।
হাসি হাসি কহে কথা মধুরসবাণী॥
আহ্মি কিবা কথা জানি কি কৈমু তোহ্মাত।
শুনিআছি এক কথা শুন প্রাণনাথ॥
যে কথা শুনিছি এক মুনিপত্নী মুখে।
সেই কথা কৈমু আহ্মি পরম কৌতুকে॥
ভুবনবিখ্যাত চিত্রকূট পর্ব্বতএ।
অতি বড় পুণ্যস্থল মুনির আলয়॥
পুনি বোলে নরপতি রুক্মিণীর পাশ।
কাহার সৃজন পর্ব্বত বৈসে কোন দেশ॥

মৃগলুব্ধ—১৯ পৃষ্ঠা।

এমত ভাবিআ ব্যাধ বুলিলেক মনে।
আচম্বিত মহাবৃষ্টি হইল তৎক্ষণে॥

বড়কায় গাছ উপাড়িআ পড়িল ভূমিত।
কালা বর্ণ মেঘ সব আকাশে পূর্ণিত॥
শীতে ভীতে কম্পমান হইল শরীর।
ভয়াকুল হইলা ব্যাধ কান্দিতে লাগিল॥
বিজুলি চমকে মেঘ করিল গর্জ্জন।
মুষল সমান ধার হইল বরিষণ॥
ঠাঠারের ঘাএ অগ্নি পড়ে নিরন্তর।
ঘোর অন্ধকার হইল বনের ভিতর॥
দেখিআ ব্যাধের মনে ভয় উপজিল।
তরাসে মূর্চ্ছিত হইয়া ভুমিতে পড়িল॥

মৃগলুব্ধ-সংবাদ—১৮-১৯ পৃষ্ঠা

দেবতার চরিত্র বুঝিতে পারে কোনে।
অকস্মাৎ বায়ু বৃষ্টি কৈলো মঘবানে॥
ঘরে গেলো দিনমণি রজনী প্রবেশ।
ঘোর অন্ধকার রাত্রি চাপিলো বিশেষ॥
অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবাত শিলা বরিষণ।
আকাশ ভরিআ হৈলো মেঘের গর্জ্জন॥
বড় বড় বৃক্ষ সব বাতাসে ভাঙ্গিলো।
ঠাঠাঘাতে বজ্রাঘাতে ভুবন কম্পিলো॥
ঘন ঘন বিজুলি চমকে চারি পাশ।
চাহিতে চমকে আখি জীবন নৈরাশ॥
বাতাসে উড়াইআ জথ গাএ পড়ে শিল।
গ্রীবা ধরি মারে যেন কেহ উভা কিল॥

নাকে মুখে কাণে বুকে শিলাবৃষ্টি পড়ে।
বেথাএ বিকল ব্যাধ বচন না সরে॥
মোহিত হইআ ব্যাধ পড়িলো ভুমিত।
কতক্ষণ বহি ব্যাধ পাইল সম্বিত॥

মৃগলুব্ধ—২৬-২৭ পৃষ্ঠা।

শুনিয়া ব্যাধের বাক্য যম মহাশয়।
সেই বর দিয়া গেলা আপনার আলয়॥
তবে হরসিত হইয়া ব্যাধ মহাশয়।
পুনি আর জাল আর পাতিল বনএ॥
ঘরেত চলিল ব্যাধ হরসিত মনে।
সত্বরে মিলিল গিয়া আপনার স্থানে॥
ব্যাধ মাংস না নিল ব্যাধিনী নৈরাশ।
বসিল ব্যাধের পাশে এড়িয়া নিশ্বাস॥
ভার্য্যাএ বিনয় করি বুলিল বচন।
কালি কেনে না আইলা রহিলা কি কারণ॥
শীতে ভীতে বড় বৃষ্টি হইল বহুতর।
কেমতে আছিলা কালি বনের ভিতর॥
সিংহ ব্যাঘ্র হোতে প্রভু কেমতে এড়াইলা।
ক্ষুধাএ তৃষ্ণাএ প্রভু বড় দুঃখ পাইলা॥

মৃগলুব্ধ-সংবাদ—২৬-২৭ পৃষ্ঠা।

এবমস্তু বোলি যম চলি গেলো নিজাশ্রম
রতিদেবে রচিলো লাচাড়ি॥
তপনের তাপে ব্যাধ শীত গেলো দুর।
বর পাইআ ব্যাধ মনে হরিষ প্রচুর॥

শীতে ভীতে জথ দুঃখ পাএ দুষ্টমতি।
সর্ব্ব দুঃখ দূরে গেলো হরষিত মতি ॥
যার জে স্বভাব ধর্ম্ম কভু নাহি ছাড়ে।
অঙ্গার ধবল নহে পাখালিলে ক্ষীরে ॥*
কঠিন জনের চিত্ত কভু নহি ভাল।
সেই বনে পুনর্ব্বার ব্যাধ পাতে জাল ॥
জাল পাতি ঘরে গেলো ব্যাধ দুরাচার।
পন্থ নিরক্ষিআ রৈছে পুত্র পরিবার ॥
ব্যাধের রমণী যদি ব্যাধেরে দেখিলো।
পুত্র কন্যা সমে ঘরে আগু বাড়ি নিলো ॥
ঘরে না আসিলা বাপু শিশু সবে বোলে।
উপবাসী ছিলাম মোরা কালুকা বিকালে ॥
প্রণমিআ বসাইলো ব্যাধের রমণী।
জল দিআ পাখালিলো চরণ দুইখানি ॥
স্বামী প্রণমিআ বোলে মধুরসবাণী।
কালু কোথা ছিলা প্রভু না আসিলা কেনে ॥
শিলাবৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত ঘোরতর নিশি।
কেমতে আছিলা প্রভু বনে উপবাসী ॥
সিংহ ব্যাঘ্র মৈষ ভয় এ ঘোর কানন।
আহ্মি সবের ভাগ্যে প্রভু রহিছে জীবন ॥

মৃগলুব্ধ—৩১-৩২

ধর্ম্মহীন ব্যাধ পাপী মতি নাহি এড়ে।
অঙ্গার শত ধৌত মলিন নাহি ছাড়ে ॥

মৃগলুব্ধ-সংবাদ—২৭ পৃষ্ঠা।

এরূপ আরও অনেক স্থল উদ্ধৃত করিয়া উভয় গ্রন্থের সাদৃশ্য ও পার্থক্য প্রদর্শন করা যাইতে পারিত, কিন্তু আর উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই, কোন প্রয়োজনও দেখি না। রামরাজার গ্রন্থের ভাষা অপেক্ষা রতিদেবের গ্রন্থের ভাষা যে অনেকটা সুসংস্কৃত ও উন্নত, তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশসমূহ হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে আশা করি। মৃগলুব্ধের গল্পটি কোন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুসরণে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়া থাকিবে,—রতিদেবের গ্রন্থের ভূমিকায় এবং ইতিপূর্ব্বে এই প্রবন্ধেও একবার আমরা এই কথা পরিব্যক্ত করিয়াছি। এই পুথির ভণিতা স্থলে প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় অধ্যায় ইত্যাদির উল্লেখ দ্বারা এখন আমাদের সেই মতেরই পোষকতা হইতেছে। উভয় কবি এরূপ কোন সংস্কৃত গ্রন্থ অনুসরণ না করিলে উভয়ের রচনার মধ্যে এরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ও পার্থক্য কদাচ থাকিতে পারিত না। তা যাহাই হউক, এই সব নানা কথা বিবেচনা করিয়া আমরা অনুমান করি, রতিদেবের গ্রন্থ রামরাজার গ্রন্থের পরবর্ত্তী রচনা।

আগেই উল্লেখ করিয়াছি, রতিদেবের গ্রন্থ ২৪১ বৎসর পূর্ব্বের রচিত বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। এই পুথির প্রতিলিপির বয়সই ১৩৫ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহার ন্যূনাধিক ১০০ বৎসর পূর্ব্বে পুথিখানি রচিত হইয়াছিল অনুমান করিলেও ইহাকে ২৩৫ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ বলিতে হয়। কিন্তু আমরা ইহাকে রতিদেবের গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা বলিয়াই অনুমান করিয়াছি। তন্মধ্যে ইহাকে অন্ততঃ ৩০০।৩৫০ বৎসর পূর্ব্বের রচিত গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। চট্টগ্রামে শৈব ধর্ম্মের প্রাধান্য সময়েই পুথিখানি রচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ইহার ভাষার প্রাচীনতা ও চট্টগ্রামে

শৈব ধর্ম্ম যে কালে প্রবল ছিল, তাহা স্মরণ করিলে আমাদের এই অনুমানের সমীচীনতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহের অবসর থাকে না। এ বিষয়ে সন্দিহান হইবার পূর্ব্বে—১০০।১৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী পাণ্ডুলিপির (যাহা প্রতি লিপিকরের হস্তেই কিছু না কিছু রূপান্তরিত ও সংস্কৃত হইয়া আসিয়াছে) সাহায্যে ৩০০।৩৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রচনার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে কি না, পাঠকগণকে একবার সেই কথাটুকুও একটু ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

"মৃগলুব্ধে"র ভূমিকায় জনৈক অজ্ঞাতনামা কবির রচিত আর একখানি "মৃগলুব্ধের" নাম উল্লিখিত হইয়াছিল। রামরাজার গ্রন্থের ভূমিকা-প্রসঙ্গে ঐ পুথিখানির কথা আলোচনা করা যাইবে, আমরা এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, বিধাতা সে সঙ্কল্পে আগেই বাদ সাধিয়া রাখিয়াছেন। চট্টগ্রাম—গৌড়লা গ্রামবাসী ৺দিগম্বর সেন দারোগা মহাশয়ের বাড়ীতে ঐ পুথিখানি রক্ষিত ছিল। কেবল এ পুথি নহে, আরও অনেক পুথি তিনি কত যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতকালে আমার আনোয়ারায় অবস্থানসময়ে—অবশ্য অনেক দিন পূর্ব্বে এক দিন তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া ঐ সকল পুথি দেখিয়া আসি। তিনি কিরূপ সৌজন্যের সহিত আমাকে কয়খানি পুথি একবারে দিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা আজও সে দিনেরই দৃশ্যের মত আমার মানসচক্ষে দিব্য প্রতিফলিত রহিয়াছে। দুর্ভাগ ক্রমে সরমের বাঁধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া ঐ পুথিখানি তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া না লইয়া কতকটা নোট মাত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। সেই নোট সাহায্যে আমার "প্রাচীন

পুথির বিবরণে” ৩,১ সংখ্যক পুথিতে ঐ “মৃগলুব্ধে”র একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করি। এখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, উক্ত সেন মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার বহুযত্ন-রক্ষিত পুথিগুলিও তাঁহার অনুগমন করিয়াছে। পুথিগুলি যে কোথায় গিয়াছে, তদীয় বংশধরগণের মধ্যে কেহই তাহার খবর রাখেন না। এ দারুণ সংবাদ শুনিয়া সত্য সত্যই এক রাত্রে আমার ঘুম হয় নাই,—আমার এমনই কষ্ট লাগিয়াছিল। এ কারণে আমার পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে না পারিয়া এখানে দুঃখ প্রকাশ করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। প্রাগুক্ত পুথির বিবরণে উহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা এই ;—

“পূর্ব্বে এই নামধেয় আরও দুইখানি পুথির পরিচয় দিয়াছি। ইহার ভণিতা পাওয়া গেল না। * * * পূর্ব্বোক্ত পুথি দু’খানা হইতে ইহাকে ভিন্ন বলিয়াই বোধ হইতেছে।

আরম্ভ—নমো গনেসাঅ। নমো সরস্বতি নম। বেদে রামায়ণে … ইত্যাদি।

রাম রাম প্রভু রাম জীবের জীবন।
কৃপা কর দীনবন্ধু লইলুম শরণ॥
শুন শুন সর্ব্ব লোক হইয়া একচিত।
মৃগলুব্ধ শুনি হএ শরীর পবিত (পবিত্র)॥

শেষ—

মুচুকুন্দ রাজাএ জে রুক্মিণী কহিল।
এই মতে রাত্রি পোসাইল॥
নদীতীরে বাউবর্গে (?) পুজিল শঙ্কর।
বড় উল্লাসিত হইলা দেব মহেশ্বর॥

রথ পাঠাইয়া দিলা দেব দিগাম্বর।
সেই রথে আরোহিলা হস্তিনা ঈশ্বর॥
রথের উপরে রাজা পূর্ণ বদন।
পত্নী সহিতে রাজা স্বর্গেতে গমন॥
জেই জনে শুনে মৃগলুব্ধের কথন।
শরীরেত পাপ নাই কদাচন॥

ইতি মৃগলুব্ধ পুস্তক সমাপ্ত। ভীমস্বামি ... ... নাস্তি ভেদ কদাচন। শ্রীঈশানচন্দ্র শুভ অক্ষরমিদং। তারিখাদি নাই। অতি পুরাতন ও জীর্ণ। পত্রসংখ্যা ১৬, দুই পিঠে লেখা। আকারে ক্ষুদ্র।”

উপরে যে উহার সামান্য অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে এবং উহার আকারের ক্ষুদ্রত্ব দেখিয়া মৃগলুব্ধের উপাখ্যান বিষয়ে কালসাগরে নিমগ্ন এই পুথিখানিকেই আপাততঃ বঙ্গভাষার আদিগ্রন্থ বলা যাইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

আর একটা কথা বলিয়াই আমরা অদ্যকার মত বিদায় গ্রহণ করিব। বক্ষ্যমাণ উপাখ্যান বিষয়ে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত চারিখানি গ্রন্থের মধ্যে দেখা যাইতেছে, তিনখানিই চট্টগ্রামের জিনিষ এবং সেই তিনখানার মধ্যে একখানিকে আবার ইহার আদি গ্রন্থ বলিয়া অনুমান হইতেছে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে তৎকালীন শৈবধর্ম্মপ্রধান চট্টগ্রামেই সর্ব্বপ্রথম এই উপাখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছিল, বলিতে হইবে। ইহা চট্টগ্রামের পক্ষে শ্লাঘার কথা, সন্দেহ নাই।

এই পুথির ভাষাদি সম্বন্ধে অন্যান্য কথা [illegible] প্রাচীন শব্দ-তালিকা” অংশে বলা যাইবে। পরিশেষে বক্তব্য, বঙ্গীয়-সাহিত্য-

পরিষৎ দয়া করিয়া এই সুদুর্ল্লভ ও বিলোপোন্মুখ প্রাচীন গ্রন্থের প্রকাশ-ভার গ্রহণ না করিলে ইহা কখনই লোক-লোচনের গোচরীভূত হইতে পারিত না। এ জন্য পরিষৎ সকলেরই আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।

চট্টগ্রাম।
১৪ই পৌষ, ১৩২২ সাল।

আবদুল করিম।

মৃগলুব্ধ-সংবাদে ব্যবহৃত দুরূহ শব্দাদির অর্থ

ভূমিকায় আমরা এই পুথিখানিকে তিন শত, কি সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা বলিয়া অনুমান করিয়াছি। ইহাতে সেরূপ প্রাচীন রচনার বহুল নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যাভিজ্ঞ পাঠকগণকে তাহা বিশেষ করিয়া দেখাইয়া দেওয়া অনাবশ্যক। ইহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা লক্ষ্য করিবার আছে ;—

(১) ইহার অনেক স্থলেই যতি-ভঙ্গ-দোষ দেখা যায়।

(২) কোন কোন স্থলে পয়ার ছন্দে ১৭।১৮ অক্ষর পর্য্যন্ত প্রযুক্ত হইয়াছে।

(৩) আমি, তুমি, আমা, আমরা, তোমরা ইত্যাদি সর্ব্বনাম শব্দগুলি প্রায় সর্ব্বত্রই আহ্মি, তুহ্মি, আহ্মা, আহ্মারা, তোহ্মারা রূপে এবং 'তোমাদের' স্থলে 'তোহ্মারার' ও 'তোমাদেরে' স্থলে 'তোহ্মারারে' ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৪) উত্তম পুরুষে নাম পুরুষের ক্রিয়ার ব্যবহার সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইবে।

(৫) কর্ত্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তির ব্যবহারও সেইরূপ।

(৬) সপ্তমী বিভক্তির 'এ'কার যুক্ত না করিয়া বিযুক্ত অবস্থায় ব্যবহার ইহাতে খুব বেশী; যথা,—বনএ (বনে), মনএ (মনে), কোণএ (কোণে), স্থানএ, ভিতরএ (ভিতরে), পর্ব্বতএ,

(পর্ব্বতে), ঘরএ (ঘরে), ডালএ (ডালে) ইত্যাদি। এরূপ ধরণের এত প্রয়োগ-বাহুল্য আর কোন প্রাচীন গ্রন্থে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। রতিদেবের গ্রন্থেও এরূপ প্রয়োগ আছে বটে, কিন্তু তত অধিক নহে।

(৭) লয়ন্তি, হরন্তি, মারন্তি, নাচন্তি, চাহসি, করসি প্রভৃতির মত ক্রিয়ার ব্যবহারও অনেক স্থলে দেখা যায়।

(৮) উত্তম পুরুষে পড়ম্ (পড়ি), পোষম্ (পোষি), করিমু, লইমু ইত্যাদির মত ক্রিয়ার প্রয়োগ।

(৯) অনুজ্ঞা ও অসমাপিকা ক্রিয়াগুলিতে শেষ আধুনিক 'ও' এবং 'য়া' স্থলে যথাক্রমে 'অ' এবং 'আ' ব্যবহৃত দেখা যায় ; যথা ;—যাইঅ, যাইআ ইত্যাদি।

(১০) পঞ্চমী বিভক্তিতে 'হইতে' বা 'অপেক্ষা' অর্থে তুন্ বা থুন্ ব্যবহৃত হইয়াছে ; যেমন,—প্রাণতুন্ বা প্রাণথুন্। এই বিভক্তির ব্যবহার চট্টগ্রামে অদ্যাপি প্রচলিত ও সাধারণ।

(১১) কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তির 'কে' স্থলে 'ক' প্রয়োগ ; যথা,—জন্তুক (জন্তুকে)।

(১২) অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তির 'তে' স্থলে 'ত' প্রয়োগ ; যেমন,—অতিথিত (অতিথিতে), পুরীত (পুরীতে), তাহাত (তাহাতে), ভূমিত (ভূমিতে) ইত্যাদি।

(১৩) এমত, কেমন প্রভৃতি স্থলে এক্ষত, কেক্ষন প্রভৃতির ব্যবহার।

(১৪) 'দ্বারা' অর্থে চট্টগ্রামে 'হাতাএ' বলিয়া একটি শব্দের প্রয়োগ আছে। যেমন,—"অমুকের হাতাএ কাজটি করাইব।" এ পুঁথিতে দেখা যায়, 'হাতে' অর্থে 'হাতএ' ব্যবহৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত স্থলে 'হাতাএ' এবং 'হাতএ' মূলতঃ একই অর্থ-বোধক, সন্দেহ নাই।

(১৫) 'য' স্থলে প্রায় সর্ব্বত্রই 'জ' ব্যবহৃত হইয়াছে।

এ পুথির রচনা-প্রণালী অনেক স্থলে একটু জটিল এবং আবছায়ার মত অস্পষ্ট হইলেও কয়েকটি প্রাদেশিক শব্দ ভিন্ন ইহাতে দুরূহ শব্দাদির ব্যবহার বিরল। যে কয়েকটি শব্দ কঠিন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহাদের অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

অগর—অগুরু।

অপছরা—অপ্সরা।

অসাধরে—বিস্তর পরিমাণে। এই অর্থে শব্দটি আজও চট্টগ্রামে প্রচলিত আছে।

আচম্বিত—হঠাৎ।

আজু—
আজুকা— } আজি, অদ্য।

আজ্যস্থালী—ঘৃত-পাত্র।

উত্তরি—উত্তরীয় বস্ত্র।

এড়ে—ছাড়ে, ত্যাগ করে। 'রাখে' অর্থও হয়।

কতুকে—কৌতুকে।

কথাএ—
কথাতে— } কোথায়।

কভো—কভু, কখনও।

কাফাস—কার্পাস।

কুড়াএ—সঞ্চয় করে।

কোভ—কভু। সম্ভবতঃ 'কভো' স্থলে লিপিকর-প্রমাদে 'কোভ' হইয়াছে।

গুআ—গুবাক, সুপারি।

চরুস্থালী—হব্যান্নের পাত্র।

চোক খাণ্ডা—তীক্ষ্ণ খড়্গ।

চোখণ্ডি—চারি খণ্ডযুক্ত।

চৌচাল—চারি চালাযুক্ত।

জুআএ—যোগা বা যুক্ত হয়।

ঝাটে—শীঘ্র। 'ঝটিতি' শব্দজাত।

টাকিল—টাঙ্গিল, ঝুলাইল।

ঠাঠার—বজ্র। ইংরেজী Thunder এর সহিত সাদৃশ্য।

ডিঘল—দীর্ঘ।

তেলাকুচি—বিম্বফল।

দির্ব্ব—দিব্য।

দীঘল—দীর্ঘ।

দুমদুমি— }
দুন্দুমি— } দুন্দুভি।

দৈর্ব্ব—দ্রব্য।

নেত—(ছিন্ন) বস্ত্র।

পরতেক—প্রত্যক্ষ।

পট্টিস— } অস্ত্রবিশেষ; কুঠার।

পরিকর—পরিবার।

পাজি—পাঁজি, পঞ্জিকা

পাতিল—মৃৎপাত্রবিশেষ, যাহাতে ভাত রাঁধা হয়।

পেলাএ—ফেলায়।

পেলে—ফেলে।

পৌরে—পরিধান করে।

পৈরন—পরিধান।

পোষম্—পোষি, পোষণ করি।

পোসাইমু—পোহাইব।

প্রথেক—প্রত্যক্ষ বা পৃথক্।

বহি—বই, ব্যতীত।

বচ্ছর—বৎসর।

বরিয়া—বরণ করিয়া।

বাঝিলেক—বদ্ধ হইল।

বালা—বালিকা। কোন কোন পুথিতে 'বালক' অর্থেও ইহার ব্যবহার আছে।

বাহুড়িয়া—ফিরিয়া।

বেলি অন্ত—বেলান্ত, বেলাবসান।

ভূকুটি—ভ্রূকুটি।

ভেসে—বেশে।

মহাবিষ্টি—মহাবৃষ্টি।

মাজা—
মাজাভাগ— } মধ্যভাগ, কটিদেশ।

মুকাইয়া—মুক্ত করিয়া।

মুঠিএ—মুষ্টিতে।

মুক্কতি—মুক্তি।

রাও—রব।

লড়—দৌড়।

লামিতে—নামিতে।

লৈক্ষে লৈক্ষে—লক্ষ লক্ষ।

শিমালি—সম্ভবতঃ শিমুল।

সম্মতি—আহ্বানের জাবাব দেওয়াকে 'সম্মতি' বলে। "ডাকিলে সমতি না দেয় আঁখি মেলি কান্দে" এই পদে ঠিক ঐ অর্থই বুঝায়। ইহা চট্টগ্রামে আজও 'সমৎ'রূপে প্রচলিত।

সাতাই—সৎমা।

সিতা—সিঁথী, সীমন্ত।

স্রক্—মাল্য, হার।

স্রুব—যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপণার্থ কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

৮১ পৃষ্ঠায় ২য় পুথি হইতে উদ্ধৃত "কোন যজ্ঞ নাই অশ্বমেধ সমশ্বর"—এই চরণের পর নিম্নলিখিত অংশটি ভ্রমক্রমে বাদ পড়িয়া গিয়াছে ;—

"গঙ্গার সমান তীর্থ কথাএ আছএ।
শিবরাত্রি সম ব্রূপ নাই জগতএ॥
মৃগলুব্ধসম্বাদে জে সব পুণ্যকথ।
জে বা পড়ে জে বা শুনে ঠাকুরালী তথা॥
ব্রহ্মা আদি করি দেব সহিতে শঙ্কর।
একমন হৈআ স্তুতি করএ ঈশ্বর॥
শিবের বিধিতে (বিদিতে) গিয়া পড়ে সর্ব্বদাএ।
সর্ব্বপাপ মুক্ত হএ শিবলোকে জাএ॥

ইতি মৃগলোবধসম্বাদ পুণ্যকথা সমাপ্ত। ইতি সন ১১৯৬ মঘি তাং ৩০ (?) বৈসাখ। শ্রীতারিনিচরণ সেনর সোঅক্ষর মোকাম বারী, সাকে ১৭৫৬ হক মালীক শ্রীতারানীচরণ সেন॥"

শুদ্ধি-পত্র।

পদসংখ্যা	পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
×	৫০	রামদাস	রামরাজ
৪৩৫	৫৮	চাণ্ডাল	চণ্ডাল
×	৮২	দোসকল	দোসক (দোষক) ন

মৃগলুব্ধ-সংবাদ

নমো গণেশায় ।

অথ মৃগলুব্ধ পুস্তক লিখ্যতে ।

সানন্দং শান্তমূর্ত্তিং সমুদ্রভয়হরং দিগম্বরং সর্ব্বদা ।
বন্দেহং পার্ব্বতীং গণপতিসহিতং সর্ব্বলোকনাথং ।

সানন্দে বন্দহ সদাএ শিবের চরণ ।
ভক্তি মুক্তিদাতা দেব ত্রৈলোক্য কারণ ॥
ত্রিভুবন ব্যাপিয়া জে জাহার মহিমা ।
ব্রহ্মা আদি দেবে যারে দিতে নারে সীমা ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় জে জাহার কারণ ।
ভক্তিভাবে বন্দম সেই শঙ্কর চরণ ॥
ভগবতী দেবী বন্দম জগতজননী ।
ধর্ম্ম মোক্ষ * কাম মোক্ষ এ চারি দায়িনী ॥
গোবিন্দের পাদপদ্মে করিয়া প্রণাম ।
গণপতি আদি বন্দম দেবতা প্রধান ॥

---

* এখানে 'মোক্ষ' না হইয়া 'অর্থ' হইলেই ঠিক হইত

অপূর্ব্ব জে মৃগলুব্ধ সম্বাদ কথন।
রামরাজে গাএ গুরু বন্দিয়া চরণ॥
জাহারে শুনিলে হএ পাপ বিমোচন।
ধনে ধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়ে সর্ব্বক্ষণ॥

—o—

কৈলাশশিখরে দেবী পার্ব্বতী সহিত।
তথাতে আছএ দেব ত্রিলোক্য পূজিত॥
নানা উপদেশ কথা প্রসঙ্গ করিয়া।
জিজ্ঞাসিলা পার্ব্বতী শঙ্কর প্রণামিয়া॥
সকল জানিয়া খেম (ক্ষম ?) তুহ্মি ভগবান।
ত্রিভুবনে তুহ্মি বহি গতি নাই আন॥ ১০
তুহ্মি বিষ্ণু তুহ্মি রুদ্র তুহ্মি প্রজাপতি।
সৃষ্টি পূজিবার ধর এই তিন মূরুতি॥
নানা দান নানা ব্রত নানা উপহার।
এ সকল তুহ্মি হোতে জানিব বিচার॥
নানা উত্তম কথা শুনি তোহ্মা হোতে।
জথ বিধি এ সকল কহ তো আহ্মাতে॥
ধর্ম্ম অর্থ * কাম মোক্ষ এ চারি প্রথেক।
বিশেষ তোহ্মার পূজা অতি পরতেক॥
এ সকল পার্ব্বতীর শুনিয়া উত্তর।
কতুকে হাসিআ তবে বলিলা শঙ্কর॥ ১৫

* মূলে 'অর্থ' স্থলে 'মোক্ষ' লেখা ছিল।

সাধু সাধু পার্ব্বতি উত্তম তোর মতি।
সদাএ জে ব্রত ধর্ম্ম আহ্মাতে ভকতি॥
তোহ্মার মুখেতে শুনি এমত জে মধুর বচন।
বড় তুষ্ট হইল আহ্মি তোহ্মার সম্ভাষণ॥
শুনহ সানন্দে প্রিয়া হিমালয়-সুতা।
কহিব তোহ্মাতে আমি দির্ব্ব এক কথা॥
কহিব বিশিষ্ট আর দ্বারিকা সমান।
চারি ভিতে সবে দেখি অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ॥
নানান বিচিত্রময় অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
সুবর্ণ মাণিক্যময় রজতভূষণ॥ ২০
নীলা পাথরের ঘর যেন মেঘমালা।
স্থানে স্থানে লাগাইআছে মাণিক্যপয়লা (?)॥
কাঞ্চনে বিবিধ যথ বিহঙ্গ পোতলি।
নীলা মেঘেতে যেন শুভিছে বিজুলি॥
শুদ্ধ স্ফটিকের ঘর চন্দ্রের সমান।
চোখণ্ডি চৌচালে ঘর শোভে স্থানে স্থান॥
সুবর্ণ রজত সব ভাণ্ডার ভরণ।
কোন বস্তু নাই তাতে নাই কোন ধন॥
মুক্তা মাণিক্য মণি প্রবাল বহুতর।
অগর চন্দন ঘর কস্তুর বিস্তর॥ ২৫
লোহ কাংস পিতল জে নানা ধাতু আর।
বহুমূল্য নানা ধনে ভরিছে ভাণ্ডার॥

স্বর্গের জে বিদ্যাধরী নানা নারীগণ।
সকল লৈক্ষণ ভালো উত্তম যৌবন॥
উজ্জ্বল কোমল দেহ সুন্দর নয়ান।
মত্ত মাতঙ্গ জিনি লীলাএ গমন॥
কুচের উপরে শোভে মুকুতার ছড়া।
হিমালয় হোতে যেন বহে গঙ্গাধারা॥
মুঠিএ ধরিতে পারে যেন মাজাভাগ।
তেলকুচি ফল যেন অধরের রাগ॥ ৩০
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন বদনকমল।
খঞ্জন জিনিআ জ্যোতি (?) অতি সুশীতল॥
দশন সকল যেন মাণিক্যের জ্যোতি।
কাঞ্চন জিনিয়া যেন শরীরের কান্তি॥
কামধনুক জিনি শুভিছে ভুরুলতা।
সিন্দূরে শুভিছে তার মস্তকের সিতা॥
তিন (তিল ?) রেখা শোভিত গলাএ শোভে হার।
তিল শামা (?) নাসা শোভে দেখিতে সুসার॥
সুললিত দুই উরু বিধির নির্ম্মাণ।
সুবর্ণ কদলী জিনি জংহের (জঙ্ঘার ?) সুঠান॥ ৩৫
স্থলকদম্ব যেন চরণে অদ্ভুত (অঙ্গুল ?)।
রাজহংস জিনি তার গমন মধুর॥
কনকচম্পক জিনি শরীরের কান্তি।
দেবগুরু ভক্তি সদাএ অতিথিত মতি॥

হংস কোকিল জিনি মধুর বচন।
দির্ব্ব বস্ত্র পরিধান নানান অভরণ॥
সে সকল সুন্দরীর দেখিআ বদন।
মুনি সকলের মন হরে ততক্ষণ॥
কথ বা কহিব আহ্মি পুরীর বাখান।
পৃথিবীমণ্ডলে নাই তাহার সমান॥ ৪০
ইন্দ্রের অমরাবতী কৃষ্ণের দ্বারিকা।
রামের অযোধ্যা যেন রাবণের লঙ্কা॥
বিক্রমাদিত্যের যেন অবন্তী নগর।
জেহেন হস্তিনা পুরী পরম সুন্দর॥
জম্বুদ্বীপ সারভাগ খণ্ড খণ্ড করি।
সৃজিলেক বিধাতাএ সেই নিজপুরী॥
হস্তিনা পুরীত রাজা[১] মুচুকুন্দ নরপতি।
দানে ধর্ম্মে সর্ব্বদাএ বিষ্ণুতে ভকতি[২]॥
সাম দণ্ড ভেদে রাজা দানে মহাশয়।
প্রকৃতি সুধীর রাজা গুণান্বিতময়[৩]॥ ৪৫
বীর বিধি বিবেক ধার্ম্মিক বলবন্ত।
সত্যবাদী সুস্থির সদাএ কীর্ত্তিবন্ত[৪]॥

(১) 'হস্তিনা ··· রাজা' স্থলে 'তাতে রাজ্য করে'···পাঠান্তর।
(২) দাতা ধর্ম্মশীল সদাএ শিবেত ভকতি। ··· "
(৩) সাম দণ্ড ভেদে সদাএ রাজ্য পালএ।
প্রকৃতি সুকৃতি সদাএ সর্ব্বগুণালয়॥ ··· "
(৪) সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় (আর) কীর্ত্তিবন্ত। ··· "

ইন্দ্র অগ্নি বরুণ নৈঋত বায়ু আর।
কুবের ঈশান যম অষ্ট লোকপাল॥
ধর্ম্মে কর্ম্মে মহারাজা জগত পূজিত (বিদিত ?)।
রূপে কামদেব সম জগতপূজিত॥
পুত্রের সমান প্রজা পালে নিরন্তর।
দুষ্ট জন সংহারিতে জেহেন আনল[১]॥
নিজ প্রতাপেত শাসএ অরিগণ।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য করে হস্তিনা রাজন[২]॥ ৫০
মহা ভাগ্যবন্ত তবে সতী মহামতি।
তান মহাদেবী রুক্মিণী নামে সতী[৩]॥
নানা ব্রত করে সদাএ বিষ্ণুতে ভকতি[৪]।
সকল লৈক্ষণ তান উত্তম যুবতী[৫]॥
দেখিয়া সুন্দর বর কুরঙ্গনয়নী।
মত্ত মাতঙ্গ যেন ময়ূরগমনী[৬]॥

(১) সংহারএ দুষ্ট জন হইয়া আনল ... ... পাঠান্তর।
(২) নিজ বাহুবলে মারিল সব বৈরী।
* * * হস্তিনা অধিকারী॥ ... "
(৩) তাহান জে মহাদেবী রুক্মিণী যুবতী। ... "
(৪) নানাগুণে সমযুতা বড় রূপবতী। ... "
(৫) সকল লৈক্ষণযুতা উন্নত যৌবন। ... "
(৬) মত্ত মাতঙ্গ জিনি লীলাএ গমন। ... "

সুন্দর সকল ভালা অতি সুলক্ষণী।
ত্রিলোক্যমোহিনী যেন ইন্দ্রের রমণী[১] ॥
মৃগেন্দ্র জিনিয়া ভাল মাজা সুবদনী।
* * * * ৫৫
দেব দ্বিজ গুরুভক্ত অতি পতিব্রতা।
ব্রত উপবাস সদাএ স্বামীতে ভকতা[২] ॥
কৃষ্ণের কমলা যেন অনঙ্গের রতি[৩]।
চন্দ্রের রোহিণী বশিষ্ঠারুন্ধতী[৪] ॥
হরের পার্ব্বতী যেন ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।
তেন মত সুন্দর বালা রাজার রমণী[৫] ॥
রুক্মিণী সহিতে মুচুকুন্দ মহাশয়।
চতুর্দ্দশী উপবাস করএ সদাএ[৬] ॥

---

(১) সুমতি সুশীলা শ্যামা মধুরভাষিণী।
ত্রিলোক্য মোহিনি জিনি কামের কামিনী ॥ ·· পাঠান্তর।
(২) দেবগুরু ভক্তি বড় হএ পতিব্রতা।
* * * করে বড় ভক্তিরতা ॥ ... ”
(৩) ‘কমলা’ স্থলে ‘বনিতা’ ও ‘অনঙ্গের’ স্থলে ‘মদনের’। ... ... ”
(৪) ‘চন্দ্রের রোহিণী’ স্থলে ‘ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী’ ... ”
(৫) কামের কামিনী জিনি চন্দ্রের রোহিণী।
তেন মুচুকুন্দের জে রুক্মিণী কামিনী ॥ ... ”
(৬) শিবচতুর্দ্দশী ব্রত করে সর্ব্বদাএ। ... ”

নানান পূজা প্রকারে[১] বিবিধ বিধানে।
সদাএ শঙ্কর পূজে সানন্দিত মনে ॥ ৬০

ফাল্গুন মাসেত যদি হইল চতুর্দ্দশী।
রুক্মিণী সহিতে রাজা হইলেন উপবাসী ॥

নানা দ্রব্য দিয়া নানান উপহার।
নিরক্ষণ উত্তম পূজে হস্তিনা নরবর[২] ॥

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বিবিধ[৩] উত্তম।
নানান বিবিধ বস্তু দিয়া মনোরম[৪] ॥

দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করিয়া পরিধান।
ফলমূল কর্পূর বাসিত গুআ পান[৫] ॥

জ্বালিলেক ঘৃত বাতি[৬] আহুতি বিস্তর।
শঙ্খ ঘণ্টার নাদ অতি মনোহর ॥ ৬৫

নানান যন্ত্রের ধ্বনি শুনিতে সুসার।
নিরবধি বাদ্য বাজে শুনিতে অপার[৭] ॥

---

(১) 'নানান প্রকারে পূজে' ... ... পাঠান্তর।
(২) নানা উপহার দ্রব্য করিয়া রচন।
একচিত্তে পূজে রাজা শঙ্করচরণ ॥ ... ... ”
(৩) 'বিবিধ' স্থলে 'নৈবিদ্য' ... ... ”
(৪) নানান সুগন্ধি দৈর্ব্ব অতি মনোরম ॥ .. ”
(৫) দির্ব্ব বস্ত্র পরিধান দিআ ফলফুল।
কর্পূর সহিত দিল উত্তম তাম্বুল ॥ ... ... ”
(৬) 'ঘৃত বাতি' স্থলে 'যজ্ঞের ঘৃত' ... ... ”
(৭) নিত্য গীত-বাদ্যধ্বনি করএ অপার। ... ”

নানান প্রকারে পূজা করিয়া যতন।
রুক্মিণী সহিতে রাজা বসিলা আসন॥
আসনে বসিয়া রাজা ভাবএ মনএ[১]।
কতুকে জিজ্ঞাসা করে রুক্মিণী স্থানএ[২]॥
অএ (অয়ে) প্রিয়া শুন হের মধুর বচন।
আজু নিশি নিশ্চিতে[৩] করিমু জাগরণ॥
প্রহরে প্রহরে দেব পূজিমু শঙ্কর।
জাগিয়া পোসাইমু রাত্রি চারি প্রহর॥ ৭০
একে একে পুণ্যকথা কহ সুবদনী[৪]।
হেলাএ কৌতুকে যেন পোসাএ রজনি॥
এথেক কহিলা যদি হস্তিনা-অধিকারী।
কতুকে কহিলা তবে রুক্মিণী সুন্দরী॥
অএ প্রভু শুন কহি সানন্দিত মনে।
কহিব[৫] উত্তম কথা শুন সাবধানে॥
মুনিপত্নী কহিলেন আহ্মার স্থানএ[৬]।
জে কথা কহিল চিত্রকূট পর্ব্বতএ॥

---

(১) 'ভাবএ মনএ' স্থলে 'ভাবে মনে মন' ... পাঠান্তর।
(২) বলিলা কোতুকে রাজা রুক্মিণীর স্থান॥ ... "
(৩) 'নিশি নিশ্চিতে' স্থলে 'রাত্রি নিচিন্তে' ... "
(৪) এক পুণ্যকথা যদি কহ সুবদনি .. ... "
(৫) 'কহিব' স্থলে 'কহিমু' ... ... "
(৬) মুনিপত্নী পূর্ব্বে আহ্মা অরণ্য স্থানএ ... "

মৃগবধে ব্যাধ অপূর্ব্ব কথন।
কহি তোহ্মাতে কথা শুন দিয়া মন[১] ॥ ৭৫
রুক্মিণীর এ সকল শুনিআ উত্তর।
জিজ্ঞাসিলা পুনি তবে হস্তিনা ঈশ্বর ॥
জেই কথা কহিলা তুহ্মি কূটপর্ব্বতএ।
কোন দেশে চিত্রকূট পর্ব্বত আছএ[২] ॥
কোন দেশে সেই পর্ব্বত উত্তম[৩]।
কিবা অদ্ভুত তাতে কাহার আশ্রম ॥
এ সকল তত্ত্বকথা কহত নিশ্চএ।
শুনিবারে শ্রদ্ধা বড় মোর মনএ[৪] ॥
তবে ত রুক্মিণী দেবী বলিলা উত্তর।
বিধাতাএ সৃজিল ত্রিকূট গিরিবর[৫] ॥ ৮০

(১) মৃগের ব্যাধের এক * * * + * ।
কহিব তোহ্মাতে প্রভু * * * * ॥ . পাঠান্তর।
(২) জে কথা আছিল চিত্রকূট পর্ব্বতএ।
কহ সেই চিত্রকূট আছএ কথাএ ॥ ... "
(৩) কোন দেব নির্ম্মিলেক পর্ব্বত উত্তম ... "
(৪) * * * * শ্রদ্ধা মোর মনেতে আছএ ... "
(৫) রাজার বচনে শুনি বোলে মহাদেবী।
চিত্রকূট পর্ব্বত সে নির্ম্মিত গোস্বামী ॥ ... "

নানান উত্তম বৃক্ষ আছএ বহুতর।
বড় ঘন ছায়া তাতে দেখিতে সুন্দর[১] ॥
বড় বড় তরু তাতে দেখিতে নির্ম্মল।
কোন বৃক্ষ লতা তাতে ধরে নানা ফল[২] ॥
নানা লতা পুষ্প তাতে দেখিএ বিস্তর।
ভালা ভালা বস্তু তাতে দেখিতে সুন্দর ॥
তাল তেতলি তথা পুষ্প পারিজাত।
খাজুর কেতকী তথা শিমালি পশ্চাৎ[৩] ॥
অশোক কিংশুক তাতে হেতাল বকুল।
অতি শোভা করে তথা কণ্টকীর ফল[৪] ॥ ৮৫
মালতী কণ্টকী আর ধুতুরা পাটল।
নারিকেল গুয়া নারাঙ্গ কমল[৫] ॥

(১) নানান প্রকারে বৃক্ষ দেখি মনোহর।
অতি বড় ঘন ছায়া * * * * ॥ .. .. পাঠান্তর।
(২) অল্প মধ্যম বৃক্ষ দেখিতে বহুল।
কোন বৃক্ষে ফল ধরে কোন বৃক্ষে ফুল ॥ .. ,,
(৩) শাল তাল হেতাল চম্পক পারিজাত।
* * * * মধু মালতী তাহাত ॥ .. . ,,
(৪) আম্র কণ্টকী আর ডালিম্ব শ্রীফল।
নানা বর্ণ ধরে তাতে সে বৃক্ষ সকল ॥ .. ,,
(৫) আমলকী আদি করি বৃক্ষ বহুতর।
* * * * কলা নারাঙ্গ মনোহর ॥ ,,

সোম তার ছোলঙ্গ জে দেখিতে সুন্দর।
নানান জে বৃক্ষ লতা দেখিতে সুন্দর ॥
কদলী কুন্ত কুন্দ শতবর্গ আর।
অগুরু চন্দন গন্ধে দেখিতে সুসার[১] ॥
আর নানান বৃক্ষ সব সে বন শোভিত।
সে বনেতে ফুটে পুষ্প নানা সুবাসিত[২] ॥
হরিসে নাচএ পড়ি পুষ্পেতে ভ্রমর।
মধুপান করে তথা দেখিতে সুন্দর[৩] ॥ ৯০
কোকিলের কলরব ভ্রমর ঝঙ্কার।
নানা পশু কলরবে শুনিতে সুসার[৪] ॥
ধীরে ধীরে বহে বায়ু সুগন্ধি শীতল।
নানান আমোদিত গন্ধ ব্যাপিত সকল ॥
ময়ূর সকল নাচে ধরিয়া পেখন।
নাহি তাতে কোন বস্তু নাহি হিংসাগুণ[৫] ॥

(১) কেতকী গোলাপ শতবর্গ জে অপার।
আর নানা বৃক্ষ সব ভ্রমর ঝঙ্কার ॥ .. পাঠান্তর

(২) আর নানা বৃক্ষ সব শোভে নানা বনে।
নানা বৃক্ষ শোভিত জে অতি বিচক্ষণে ॥ .. ”

(৩) হরিসে নাচন্তি তথা ময়ূর সকল।
মধু পিআ রোল করে ভ্রমর সকল ॥ ... ”

(৪) কোকিলে সুনাদ করে * * *।
নানান পক্ষীর ধ্বনি * * *। ... ”

(৫) 'নাহি হিংসাগুণ' স্থলে 'নতুন যৌবন' ... ”

সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ মাতঙ্গ বহুতর।
হরিণ শূকর আদি সকল বানর॥
গজ গর্দ্দভ আদি গণ্ডা জে অনেক।
কৃষ্ণসার শার্দ্দূল আর দেখিএ ভালুক[১]॥ ৯৫
আর নানা পশু সব বৈসে সেই বনে।
নানান নির্ম্মল কুঞ্জ দেখি স্থানে স্থানে[২]॥
সুবাসিত উত্তম আছএ সরোবর।
শীতল নির্ম্মল স্থল অতি মনোহর॥
পদ্ম উৎপল তাতে শোভে চারি ভিত।
হংস সবে নাদ করে শুনিতে সুললিত[৩]॥
ঠাঞি ঠাঞি নানা রত্ন বিচিত্র পাথর।
দেবতা গন্ধর্ব্ব তাতে বৈসে বিদ্যাধর[৪]॥
নানা ভেসে নাচে তবে কিন্নরী সকল।
জেই জনে চাহে নিত্য জীবন সাফল॥ ১০০
বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব অপছরা নানা জাতি।
সদাএ বসতি করে সানন্দিত মতি॥

(১) সরত (?) চামরি আর উলুক ভালুক। … পাঠান্তর
(২) অসাধরে জব জন্তুক বৈসে সেই বনে।
লতাএ বেষ্টিত সব নিকুঞ্জর স্থানে॥ … ”
(৩) হংস সারসে ধ্বনি শুনি সুললিত। … ”
(৪) দিব্য গন্ধর্ব্ব তথা কেলি নিরন্তর। … ”

মাধবী-লতাএ বেড়ি মণ্ডপ সকল ।
উত্তম যন্ত্রের ধ্বনি শুনি কুতূহল ॥
নানান যন্ত্রের ধ্বনি শুনি সুললিত ।
ঋষির আশ্রম তথা দেবতাপূজিত ॥
নানামত দেখি তথা নানা ফলফুল ।
স্রুক্ স্রুব দিআ করে যজ্ঞ সমাকুল ॥
আজ্যস্থালী চরুস্থালী পদ্ম বেবহার ।
মহাতপঃশালী সব ঋষি অবতার ॥ ১০৫
ফলাহার জলাহার কেহ অনাহার ।
কেহ উপবাস কেহ নানান প্রকার ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান কপালে করে ফোটা ।
কপিন বসন পৈরে শিরে ধরে জটা ॥
বস্ত্র[১] ভূষিত করে সর্ব্ব কলেবর ।
বাকল পৈরন করে কেহ দিগাম্বর ॥
ঊর্দ্ধবাহু আছে কেহ এক পদে ভর ।
মৌনী ব্রত করি কেহ আছে নিরন্তর ॥
কেহ পদ্মাসনে আছে কেহ যোগাসন ।
সর্ব্ব মুনিগণ আছে যার জেই মন[২] ॥ ১১০

---

(১) বিভূতি ... ... পাঠান্তর
(২) পদ্মাসনে আছে কেহ কেহ সিদ্ধাসন ।
কেহ শিবেত ভক্ত কেহ নারায়ণ ॥ ... "

এ সব মুনির স্থানে সভার আলয়।
বড়হি পর্ব্বত ত্রিকূট মহাশয়[১] ॥
তাহাতে শুনিলু মুঞি মুনির পত্নী হোতে।
কহিব তোহ্মাতে প্রভু শুন একচিত্তে[২] ॥

—০—

পূর্ব্বে ইন্দ্রশাপে এক বিদ্যাধর।
ব্যাধ হইয়া জন্মিয়াছে[৩] পৃথিবী ভিতর ॥
সত্যধর্ম্ম[৪] বিবর্জ্জিত কুৎসিত আচার।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরে কুৎসিত আকার ॥
কৃষ্ণবর্ণ তনু পিঙ্গল আকার।
ধর্ম্মহীন মহাপাপী মাংস আহার[৫] ॥ ১১৫
নানামতে জন্তুরে হিংসা করে সর্ব্বক্ষণ[৬]।
হরিণ শূকর মারে নিত্য গিয়া বন ॥

---

(১) বড়হি বিখ্যাত চিত্রকূট তপোবন।
এহ্মত (এমত) সকল ঋষি বৈসে নারায়ণ ॥ পাঠান্তর।

(২) তথাতে শুনিলুম কথা মুনিপত্নী সনে।
তোহ্মাতে কহিএ প্রভু শুন একমনে ॥ ... ”

(৩) 'জন্মিয়াছে' স্থলে 'জর্ম্মিলেক' ... ... ”

(৪) 'সত্যধর্ম্ম' স্থলে 'নিত্য শৌচ' ... ... ”

(৫) কৃষ্ণবর্ণ খর (খর্ব্ব ?) তনু পিঙ্গল লোচন।
... ... মাংস জে ভোজন ॥ .. ”

(৬) নানান জন্তুক হিংসা করে সর্ব্বক্ষণ। ... ”

বিন্ধ্য নামে পর্ব্বত এক বিখ্যাত ভুবন।
সিংহ ব্যাঘ্র নানা পক্ষী আছে সেই বন[১] ॥
আর দিন গেল ব্যাধ মৃগ মারিবার।
সাজিয়া চলিল তবে[২] সেই দুরাচার ॥
কাল যম সম তার পাশ বহুতর[৩]।
বান্ধিয়া লইল তার কান্ধের উপর ॥
ডাইন হাতে ধনু ধরে বাম হাতে শূল।
তূণ সমে শর লইলা পৃষ্ঠের উপর[৪] ॥ ১২০
উভা ধড়া পরিধান ভিরিয়া কাকালি।
হরিসে চলিল ব্যাধ অতি শীঘ্রগতি[৫] ॥
সত্বরে পাইল গিআ বিন্ধ্য পর্ব্বতএ[৬]।
স্থানে স্থানে পাতে জাল চাহিআ বনএ ॥
বেড়াএ সকল বন করি নিরক্ষণ।

---

(১) চিত্রকূট নামে এক পর্ব্বতশিখর।
… নানা জন্তু আছে বহুতর ॥ … পাঠান্তর।
(২) 'তবে' স্থলে 'তথা' … … ”
(৩) কাল-পাশ লৈয়া হাতে অস্ত্র বহুতর। … ”
(৪) এক হাতে ধনু লৈল আর হাতে শর।
… … তীর লৈল … … ”
(৫) উভা ধড়া পরিধান অষ্ট নেত দড়ি।
হরিসে চলিল তথা ব্যাধ দুরাচারী ॥ … ”
(৬) সত্বরে লঙ্ঘিল গিআ সেই পর্ব্বতএ। … ”

জথা তথা আছএ মৃগ বহুগণ[১] ॥
জেই ভিতে আছে তথা হরিণ শূকর।
সেই ভিতে জাএ ব্যাধ হাতে ধনু শর[২] ॥
শুনিয়া ব্যাধের কাল ধনুর টঙ্কার।
সেই বনে মৃগ পশু না রহিল আর ॥ ১২৫
দেখিয়া ব্যাধের জাল যমের দোসর।
প্রাণ লইয়া পশু গেল স্থানান্তর ॥
হাতে শূল করি[৩] ব্যাধ ভ্রমে নিরন্তর।
কথাএ না পাইল (এক) হরিণ শূকর ॥
বেড়াইয়া সকল বন হইল নৈরাশ।
চিন্তাযুক্ত হই ব্যাধ এড়িল নিশ্বাস ॥
খুধাএ তিষ্ণাএ ব্যাধ হইয়া পীড়িত।
অবসাদ পাইআ ব্যাধ বসিল ভূমিত ॥
ভূমিতে বসিয়া ব্যাধ চিন্তিল বিস্তর।
কথাতে না পাইল ব্যাধ হরিণ শূকর ॥ ১৩০
নানান যত্নে বেড়াইল সে বনে সকল।
কোন দৈবে আজি মোর হইল বিফল[৪] ॥

---

(১) জথাতে আছএ মৃগ শূকরের গণ। ... পাঠান্তর।
(২) জেই দিগে গেছে মৃগ শূকর জে গণে।
সে দিগে বেড়াএ বীর হাতে ধনুর্ব্বাণে ॥ ... „
(৩) 'শূল করি' স্থলে 'ধনু লইআ' ... ... „
(৪) অতি যত্নে বেড়াইলুম এ বন সকল।
কোন দৈবে হেন মোর আজুকা নিষ্ফল ॥ ... „

পুত্ত্র পরিকর মোর করি বড় আশ।
মুঞি ঘরে গেলে সব হইব নৈরাশ[১] ॥
নিতি মাংস বেচিআ যে জীবন আহ্মার।
আজি মাংস না মিলিলে উপায় নাহি আর[২] ॥
হেন কালে বেলি অস্ত হইল অবসান।
কোন দৈবে হইল আজু মোর অপমান[৩] ॥
এমত ভাবিআ ব্যাধ বুলিলেক মনে[৪]।
আচম্বিত মহাবিষ্টি হইল ততক্ষণে ॥ ১৩৫
বড়কায় গাছ উপাড়িআ পড়িল ভূমিত।
কালাবর্ণ মেঘ সব আকাশে পূর্ণিত[৫] ॥
শীতে ভীতে কম্পমান হইল শরীর।
ভয়াকুল হইলা ব্যাধ কান্দিতে লাগিল ॥
বিজুলি চমকে মেঘ করিল গর্জ্জন।
মূষল সমান ধার হইল বরিষণ ॥

(১) পুত্ত্র * * * * আছে বড় করি আশ।
* * * * হৈব সকল নৈরাশ ॥ ... পাঠান্তর।
(২) 'উপায় নাহি আর' স্থলে 'উপবাস পরিবার'... ”
(৩) হেন সূর্য্য অস্ত গেল বেলা * * * *।
কেমতে জে এথ দূর করিমু পআন (প্রয়াণ) ॥... ”
(৪) এথেক চিন্তিআ ব্যাধ বসিল সে বনে। ... ”
(৫) বড় বড় বৃক্ষ সব বাতাসে পড়িল।
কাল বায়ু মেঘে সব আকাশ পুরিল ॥ ... ”

ঠাঠারের ঘাএ অগ্নি পড়ে নিরন্তর।
ঘোর অন্ধকার হইল বনের ভিতর ॥
দেখিআ ব্যাধের মনে ভয় উপজিল।
তরাসে মূৰ্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িল ॥ ১৪০
ভয়ে আকুল ব্যাধ চিন্তিতে লাগিল।
ঘোর অন্ধকার রাত্রি বনেত রহিল ॥
উদ্দেশ না পাইল মোর বন্ধু পরিকর।
কেমতে গোঞাইমু মুই বনের ভিতর[1] ॥
সিংহ ব্যাঘ্র জন্তু সব বৈসে সেই বনে।
এ সবার ভয় আমি এড়াইমু কেমনে ॥
নিশ্চয়ে মরিমু আহ্মি বনের ভিতর।
উদ্দেশ না পাই রৈলুম বনে একেশ্বর ॥
অএ ভার্য্যা অএ পুত্র অএ বন্ধুগণ।
আর আহ্মা তোহ্মারার সনে না হইব দর্শন ॥ ১৪৫
সদাএ মাংস বেচিআ নানান দুর্গতি।
তোহ্মারা সকলরে মুই পোষম নিতি নিতি ॥
মুঞিও মৈলে কে তোহ্মারারে করিব পালন[2]।
আহ্মার মরণে তোহ্মা সভার মরণ ॥

(১) ঘোর অন্ধকার রাত্রি বনের ভিতর।
কেমতে বঞ্চিব আমি হইআ একশ্বর ॥ ... পাঠান্তর
(২) আহ্মি বিনে কে তোহ্মারে করিব পালন। .. ”

মোর কাল পূরাইল আজু এই বনে[১]।
কোন বুদ্ধি করিমু জাইমু কোন স্থানে ॥
কোন বুদ্ধি করিমু জাইমু কোন ঠাই।
ধর্ম্মপন্থ ভাবিয়া রহিলুম এই বন ঠাই ॥
চারি ভিতে দেখি তবে ঘোর অন্ধকার।
কোন বুদ্ধিবল হোতে হইমু উদ্ধার[২] ॥ ১৫০
জে হউক সে হউক আজি মোর কর্ম্মফল।
এই বৃক্ষে আজি[৩] রাত্রি পোসাইমু সকল ॥
এমত ভাবিয়া[৪] ব্যাধ চলে ধীরে ধীরে।
পাইলেক[৫] গিআ এক সরোবর তীরে ॥
বিজুলি চমকে ব্যাধ দেখিল তখন।
সরোবর তীরে এক বৃক্ষ মনোরম[৬] ॥
এক বৃক্ষ তরু ছায়া দেখিতে উত্তম।
লতাএ বেষ্টিত বৃক্ষ মুনির আশ্রম[৭]

(১) আক্ষা কাল পূরিল আসিলু এই বনে। ··· পাঠান্তর
(২) 'উদ্ধার' স্থলে 'নিস্তার' ··· ··· ”
(৩) 'এই বৃক্ষে আজি' স্থলে 'এক বৃক্ষমধ্যে' ··· ”
(৪) 'এমত ভাবিয়া' স্থলে 'এথেক চিন্তিআ' ··· ”
(৫) 'পাইলেক' স্থলে 'লঙ্ঘিলেক' ··· ··· ”
(৬) 'মনোরম' স্থলে 'বিচক্ষণ' ··· ··· ”
(৭) লতাএ বেষ্টিত তরু দেখিতে সুন্দর।
ছায়া সুশীতল বৃক্ষ অতি মনোহর ॥ ··· ”

দেখিআ ব্যাধের মনে হরিস জর্ম্মিল।
ধীরে ধীরে বিল্ব বৃক্ষ পাশ আইল[১] ॥ ১৫৫
ধনু শর নানান অস্ত্র পাশ বহুতর।
বান্ধিআ থুইল ব্যাধ বৃক্ষের উপর ॥
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষের ভাবি নাশ ভয়।
লুকাই রহিল গিআ বৃক্ষের ডালএ ॥
ভয়ে আকুল ব্যাধ চিন্তিল বিস্তর[২]।
আকাশ সমান বৃক্ষ অতি উচ্চতর ॥
ঘুমাইআ পড়ম যদি এই বৃক্ষ হোতে।
পর্ব্বতে পড়ম যদি মরিমু নিশ্চিতে[৩] ॥
কোন বুদ্ধি আজু রাত্রি করিমু জাগরণ।
এমত ভাবিআ ব্যাধ রহিল তখন ॥ ১৬০
নিদ্রা নিবারিতে ব্যাধ চিন্তিল উপায়।
সেই গাছের পত্র ছিড়ি ভূমিতে পেলাএ ॥
সেই গাছের তলে আছে[৪] পবিত্র স্থানএ।
শিলারূপে এক বৃক্ষ তথাতে আছএ[৫] ॥

---

(১) ধীরে ধীরে গিআ বিল্ব বৃক্ষেতে উঠিল। … পাঠান্তর।
(২) 'বিস্তর' স্থলে 'অন্তর' … .. ,,
(৩) ঘুমিয়া পড়িমু আজু বৃক্ষ ডাল হোঁতে।
পর্ব্বতে পড়িলে আজু * * * * ॥ … ,,
(৪) 'আছে' স্থলে 'এক' … … ,,
(৫) শিবরূপে এক দেব তথাএ আছএ। … ,,

দৈব যোগে সেই দিন শিব-চতুর্দ্দশী।
গাছেতে বসিল[১] ব্যাধ হইয়া উপবাসী ॥
ছিড়িয়া পেলাএ পত্র (জথ) নিরন্তর।
সে সকল পড়ে গিয়া শিবের উপর ॥
জল পড়ে জথ গাছের ঝঙ্কার[২]।
সেই জল পড়ে গিয়া শিবের উপর[৩] ॥ ১৬৫
এই মতে সব রাত্রি করিয়া জাগরণ[৪]।
রজনি প্রভাত তবে হইল তখন ॥
রজনি প্রভাত তবে হএ ততক্ষণ।
বৃক্ষ হোতে ভূমিতে লামিতে করে মন ॥
হেনকালে আচম্বিত প্রভাত সময়।
বড় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বনেতে দেখএ ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তবে পিঙ্গল লোচন।
মৈষ বাহনে চড়ি দিব্য আভরণ ॥
দেখিয়া ব্যাধের মনে ভয় উপজিল।
জীবন মোর তোহ্মারে দেখি হইল সাফল ॥ ১৭০
তুহ্মি ধর্ম্মরাজা সনে হইল দরশন।
আজু ধর্ম্ম হইল মোর তোহ্মা দরশন ॥

---

(১) 'বসিল' স্থলে 'রহিল' ... ... পাঠান্তর।
(২) জথ জল পড়ে সব বৃক্ষের ঝঙ্কারন ॥ ... "
(৩) সে সকল পড়ে শিব দেবের উপরে। .. "
(৪) এমত সকল রাত্রি জাগরণ করে ॥ .. "

এক বাক্য নিবেদন তোহ্মার চরণে।
আহ্মারে কৃপা কর প্রভু নারায়ণে ॥
জথা তুহ্মি অপরাধ দণ্ড করি[১]।
জে পুনি না দিলে তারে দিবারে না পারি ॥
মুঞি অধর্ম্মের হইব কোন গতি[২]।
প্রাণী হিংসা করি পাপ কুড়াইলুম অতি ॥
দেবতা ব্রাহ্মণ[৩] পূজা কভো না করিলু।
স্বপনেও না কৈলু ধর্ম্ম পাপ উপজিলু[৪] ॥ ১৭৫
এবে কোন মতে মোর হইব পরিত্রাণ।
মোরে বুদ্ধি বোলহ আপনে ভগবান ॥
এথেক বুলিয়া ব্যাধ করিলা কাকুতি[৫]।
পুনি বলিল তারে যম মহামতি ॥
কি পুনি করিলা তুহ্মি চতুর্দ্দশী উপবাস।
এই ধর্ম্মে তোর জথ পাপ হইল নাশ[৬] ॥
শুনিয়া ব্যাধ ভূমিতে পড়িল।

* * *

(১) জথাবিধি অপরাধী দণ্ড আদি করি। ... পাঠান্তর
(২) মুই পাপিষ্ঠের সদাএ * * * * ... ”
(৩) ‘ব্রাহ্মণ’ স্থলে ‘গুরুর’ ... ... ”
(৪) স্বপ্নেয় না কৈলু পুণ্য পাপ সে অর্জ্জিলু ॥ ... ”
(৫) ‘কাকুতি’ স্থলে ‘প্রণতি’ ... ... ”
(৬, সেই ধর্ম্মে পাপ তোর সকলি বিনাশ ॥ ... ”

কোন মহাজন তুহ্মি আইলা কথাএ হোতে।
কোন হেতু আইলা এথা কহ মোরে তত্ত্বে[১] ॥ ১৮০
তোহ্মারে দেখিয়া মোর হইল[২] কম্পমান।
ভয়ে আকুল হইলু কর পরিত্রাণ[৩] ॥
এথেক শুনিয়া তবে করুণা বচন[৪]।
তুষ্ট হইয়া যমরাজা দিলা দরশন ॥
আহ্মি জান যমরাজা সবের পালক।
আহ্মি জান ধর্ম্মরাজা জীব সংহারক[৫] ॥
জে সকল লোকে ধর্ম্ম করে অতিশয়।
তা সবারে থুই নিয়া উত্তম আলয় ॥
জে পাপিষ্ঠ লোকে করে সদাএ পাপমতি[৬]।
তা সভারে করি নিয়া নানান দুর্গতি ॥ ১৮৫
জথাবিধি অপরাধী দণ্ড আদি করি।
জে পুনি না দিলে আহ্মি দিবারে না পারি

(১) কোন মহাশয় তুহ্মি আইলা কথা হোন্তে।
কোন হেতু আগমন কহ * * * ॥ .. পাঠান্তর।
(২) 'মোর হইল' স্থলে 'মুই হইলুম' ... ... "
(৩) ভয়াকুল হৈলু মুই কর পরিত্রাণ। ... ... "
(৪) ব্যাধের শুনিয়া হেন * * *। ... ... "
(৫) আহ্মি ধাতা বিধাতা সকল সংহারক। ... "
(৬) জেই পাপিষ্ঠের সদাএ হএ পাপমতি। ... "

আজি রাত্রি তুহ্মি এথা করিলা বড় কর্ম্ম।
চতুর্দ্দশী উপবাসে অর্জ্জিলা বড় ধর্ম্ম॥
প্রহরে প্রহরে দেব পূজিলা শঙ্কর।
জাগিয়া পোঁসাইলা রাত্রি এ চারি প্রহর॥
সে ধর্ম্মের ফলে বড় তুষ্ট হইল আহ্মি।
বর দিতে আইল আহ্মি বর লও তুহ্মি॥
শুনিয়া ধর্ম্মের কথা ব্যাধ হরসিত।
প্রণাম করিয়া ব্যাধ পড়িল ভূমিত॥ ১৯০
এই ধর্ম্মে তোর জথ পাপ হইল নাশ।
ভকতি করিআ কহি জীবন প্রকাশ॥
এবে অভীষ্ট সিদ্ধি মাগি লও বর[১]।
পরম সানন্দে ব্যাধ চলি জাও ঘর॥
শুনিয়া এই সব বাক্য হরসিত হইয়া।
বর মাগিল ব্যাধ যম প্রণামিয়া॥
যদি বর দিবা মোরে যম মহাশয়।
এই বর মাগি দেব তোহ্মাতে নিশ্চয়[২]॥
পশুর বিত্তান্ত (বৃত্তান্ত) যেন বুঝিবারে পারি[৩]।
এই বর দেয় মোরে যম অধিকারী॥ ১৯৫

(১) এবে জে অভীষ্ট তোর মাগ সেই বর। ... পাঠান্তর
(২) এই বর মাগি আহ্মি তোহ্মার স্থানএ। ... ”
(৩) পশুর সিদ্ধান্ত যদি বুজিবারে পারি। ... ”

শুনিয়া ব্যাধের বাক্য যম মহাশয়।
সেই বর দিয়া গেলা আপনার আলয়[১] ॥
তবে হরসিত হইয়া ব্যাধ মহাশয়।
পুনি আর জাল আর পাতিল বনএ[২] ॥
ঘরেত চলিল ব্যাধ হরসিত মনে।
সত্বরে মিলিল গিয়া আপনার স্থানে[৩] ॥
ব্যাধ মাংস না নিল ব্যাধিনী নৈরাশ।
বসিল ব্যাধের পাশে এড়িয়া নিশ্বাস[৪] ॥
ভার্য্যাএ বিনয় করি বুলিল বচন।
কালি কেনে না আইলা রহিলা কি কারণ[৫] ॥ ২০০
শীতে ভীতে বড় বৃষ্টি হইল বহুতর।
কেমতে আছিলা কালি বনের ভিতর[৬] ॥

(১) 'আলয়' স্থলে 'স্থানএ' ... ... পাঠান্তর।
(২) এই বর পাই তবে ব্যাধ মহাশয়।
পুনি জাল পাতিল আপনা বনালয় ॥ ... ”
(৩) তবে ত লড়িল ব্যাধ সানন্দ হৃদয়।
শীঘ্রে লজ্ঘিল গিয়া আপনা নিজালয় ॥ ... ”
(৪) ব্যাধ ঘরে আইল দেখি জত শিশুগণ।
নিশ্বাস এড়িয়া পাশে আইল তত ক্ষণ ॥ ... ”
(৫) * * * বলিল স্বামীরে।
কথাএ আছিলা প্রভু না আইলা কিসেরে ॥... ”
(৬) * * * বনের ভিতর।
* * * প্রভু হইয়া একেশ্বর ॥... ”

সিংহ ব্যাঘ্র হোতে[১] প্রভু কেমতে এড়াইলা।
ক্ষুধাএ তৃষ্ণাএ প্রভু বড় দুঃখ পাইলা[২] ॥
ঝাটে স্নান কর প্রভু করিতে ভোজন।
ভোজন করিআ প্রভু স্থির কর মন ॥
এ বোল শুনিয়া ব্যাধ স্নান জে করিল।
পুনরপি পুত্র সনে ভোজন করিল ॥
ধর্ম্মহীন ব্যাধ পাপী মতি নহি এড়ে।
অঙ্গার শত ধৌত মলিন নহি ছাড়ে[৩] ॥ ২০৫
খেনেক বিশ্রাম করি রহিলেক[৪] ঘরে।
সাজিয়া চলিল ব্যাধ মৃগ মারিবারে ॥
সত্বরে মিলিল গিয়া বিন্ধ পর্ব্বতএ।
লুকাইয়া রহিল গিয়া গাছের আলয়[৫] ॥
[শাপভ্রষ্ট হৈআ তবে এক বিদ্যাধর।
মৃগরূপ হৈয়া রৈছে বনের ভিতর ॥

(১) 'ব্যাঘ্র হোতে' স্থলে 'ব্যাঘ্রের হাতে' … পাঠান্তর
(২) ক্ষুধাএ পীড়িত হৈয়া বড় দুঃখ পাইলা। … ”
(৩) ধর্ম্মহীন মহাপাপী বিত্ত নহি হরে।
অঙ্গার জে শত ধৌতে মলিন না ছাড়ে ॥ … ”
(৪) 'রহিলেক' স্থলে 'আপনার' … … ”
(৫) সত্বরে লঙ্ঘিল গিআ সেই পর্ব্বতএ।
* * * নির্জ্জন স্থানএ ॥ … ”

মৃগের সহিতে মৃগী তথাতে চরে বনে।
বেড়াই কোমল ঘাস খাএ বনে বনে॥
হেনকালে সেই মৃগ চরিতে বনএ।
পড়িল আসিআ কাল ব্যাধের জালএ॥] ২১০
দারুণ ব্যাধের জাল যমের দোসর।
বান্ধিয়া পড়িল[১] মৃগ ভূমির উপর॥
বিপরীত রাও ছাড়ে[২] মৃগে ঘন ঘন।
দূরে থাকিয়া মৃগী শুনিল বচন॥
শুনিয়া মৃগের রাও মৃগী বেয়াকুলি।
মৃগের অগ্রেতে আইল হইয়া দুঃখিনী[৩]॥
অদভুত মৃগলুব্ধ কথা সম্বাদএ[৪]।
মুচুকুন্দ রাজাতে রুক্মিণী কথা কহে॥
শঙ্করকিঙ্কর শিশু রামরাজ গাএ।
মৃগলুব্ধ গাইল প্রথম অধ্যায়[৫]॥ ২১৫

— ০ —

তবে আর বার মুচুকুন্দ মহাশয়।
কতুকে জিজ্ঞাসা করে রুক্মিণী স্থানএ॥

---

(১) 'বান্ধিয়া পড়িল' স্থলে 'বন্দী হৈয়া গড়ে' ... পাঠান্তর।
(২) 'ছাড়ে' স্থলে 'কারে' ... ... ”
(৩) মৃগের সাক্ষাতে আইল হৈয়া আকুলি॥ ... ”
(৪) অদভুত কথা মৃগলুব্ধ সম্বাদএ। ... ... ”
(৫) মৃগলুব্ধ-সম্বাদের প্রথম অধ্যায়॥ ... ”

শুনিয়া মৃগের রাও মৃগী আইল জবে।
স্বামীর বন্ধন দেখি কি বলিল তবে॥
মৃগে বা মৃগীরে দেখি কি বোল বলিল।
ব্যাধ বা মৃগীরে দেখি কি শব্দ করিল॥
অএ প্রিয়া এ সকল কথা কহ মোর স্থানে।
তোহ্মার কথাএ মোর ধন্ধ[1] লাগে মনে॥
এমত বলিল যদি হস্তিনা ঈশ্বর।
কহিতে লাগিল তবে রুক্মিণী সুন্দর[2]॥ ২২০
মৃগীএ দেখিল যদি স্বামীর বন্ধন।
শোকে ব্যাকুল হই স্থির নহে মন॥
উত্তম যৌবন মৃগী শরীর পূর্ণিমার[3]।
স্বামীরে দেখিয়া মৃগী বেড়াএ নিরন্তর[4]॥
জালে বেড়াই আছে স্বর্ণ কলেবর[5]।
* * * *
মেঘের উপরে যেন বিজুলির ছটা।
আলিঙ্গন দিতে আছে[6] মৃগী পতিব্রতা॥

---

(১) 'ধন্ধ' স্থলে 'রঙ্গ' ... ... পাঠান্তর।
(২) এহ্মত কহিল যদি হস্তিনা অধিকারী।
* * * সুন্দরী॥ ... "
(৩) নয়ন খঞ্জন রূপ কোমল শরীর। ... ... "
(৪) স্বামীরে * * চারি পাশে। ... "
(৫) জালে বেড়ি আছে প্রভু নাইক প্রকাশে॥ ... "
(৬) 'দিতে আছে' স্থলে 'দিআ কহে' ... ... "

দন্তে কামড়াইয়া জাল ছিড়িবারে চাহে।
দারুণ ব্যাধের জাল ছিড়ন না জাএ॥ ২২৫
খেনে উঠে খেনে পড়ে খেনে পারে লড়।
বিলাপ করিয়া পড়ে ভূমির উপর॥
প্রভু প্রভু করিয়া মৃগী ডাকে ঘন ঘন।
দারুণ বন্ধনে মৃগ নাহিক চেতন॥
শোকে ব্যাকুল হইয়া কান্দিল বিস্তর।
স্বামী সম্বোধিয়া মৃগী কহিল বিস্তর[১]॥
কেমন দিবসে[২] প্রভু আইলা এই বনে।
পাপিষ্ঠ[৩] ব্যাধের হাতে হারাইলা জীবনে॥
চরণে পড়িয়া প্রভু করম কাকুতি।
উঠ উঠ প্রাণ প্রভু দেয় জে সম্মতি॥ ২৩০
জখনে শুনিলুম প্রভু বিপরীত রাও।
তখনে জানিলুম মোর বুকে দিল ঘাও॥
উঠ উঠ অএ প্রভু চলি জাই ঘর।
অখনে আসিব ব্যাধ যমের দোসর॥
এই মতে অনেক মৃগী করিল ক্রন্দন।
তৈতেক্ষণে মৃগে তবে পাইল চেতন[৪]॥

(১) 'মৃগী কহিল বিস্তর' স্থলে 'কহে করুণা উত্তর' ... পাঠান্তর।
(২) 'কেমন দিবসে' স্থলে 'কোন দৈবদোষে' ... "
(৩) 'পাপিষ্ঠ' স্থলে 'দারুণ' ... ... "
(৪) এই মতে মৃগী তবে বিস্তর কান্দিল।
কতক্ষণে মৃগ তবে চৈতন্য পাইল॥ ... "

সমুখে মৃগীরে দেখি হইল ব্যাকুল।
ভার্য্যা সম্বোধিয়া মৃগে বলিলা বহুল॥
প্রাণ থাকিতে দুর্ল্লভ মোর রমণী।
না কর বিষাদ প্রিয়া শুন মোর বাণী[১]॥ ২৩৫
বান্ধিল দারুণ পাশে নাহিক চেতন[২]।
পাপিষ্ঠ ব্যাধের হাতে হারাইলু জীবন॥
ব্যাধের হাতে মৃত্যু ললাটে লিখন।
মোর সনে তুমিও মরিবা কি কারণ॥
জাবতে না আইসে ব্যাধ আহ্মা মারিবারে।
তাবতে সত্বরে প্রিয়া চলি জাও ঘরে॥
বৃদ্ধ মাও বাপ মোর আর শিশুগণ।
মোরে চাহিতে তা সভারে করিও পালন॥
[তুহ্মি হোতে গুণবতী ভার্য্যা নাহি আন।
তোর মোর ভিন্ন দেহ একই পরাণ॥] ২৪০
মুই মৈলে তোহ্মা সনে থাকিমু এক স্থানে।
এই কর্ম্ম করিমু মুঞি তেজিমু জীবনে॥
প্রাণ জুড়াইতে মোরে দেয় আলিঙ্গন।
তোর মোর সনে আর নাহি দরশন[৩]॥

(১) প্রাণথুন অধিক মোর দুর্লভ হরিণী।
* * হের শুন সুবদনি॥ ... পাঠান্তর।
(২) 'নাহিক চেতন' স্থলে 'নাহি পরিত্রাণ' ... ”
(৩) তোহ্মা সনে আর মোর নাই দরশন। ... ”

এক দৃষ্টে চাহ মোরে নয়ান ভরিয়া।
সর্ব্বক্ষণ যেন মনেতে ভাবিয়া[১] ॥
মৈল হেন করি মোরে না ছাড়িঅ দয়া।
গোঞাইও অনেক কাল আহ্মারে ভাবিয়া ॥
মুঞি বহি আন তুমি না ভাবিয় মনে।
জীয়তে জেহেন আছিলু এক স্থানে ॥ ২৪৫
সদাএ রাখিয় মোরে তোহ্মার মনএ।
জাবতে তোহ্মার কণ্ঠে জীবন থাকএ[২] ॥
মরিবারে কিছু চিন্তা নাহি মোর মনে।
তোহ্মার সঙ্গে দিমু প্রাণ না থাকিমু এই স্থানে[৩] ॥
জখনে তোহ্মার সঙ্গে হইল দরশন[৪]।
প্রাণ জুড়াইতে মোরে দেয় আলিঙ্গন ॥
লাড়িতে না পারি গাও দারুণ বন্ধনে।
তোহ্মার আলিঙ্গনে প্রাণ জুড়াউক অখনে ॥
চন্দ্রের সমান মুখ দীঘল নয়ান।
হেন পুণ্য না কৈলু মুঞি দেখিতে সর্ব্বক্ষণ ॥ ২৫০

(১) সর্ব্বক্ষণ মনে করি থাকিতে বসিআ। ... পাঠান্তর
(২) জাবতে কণ্ঠেতে মোর (তোর ?) থাকএ জীবনে। ”
(৩) মরিবার চিন্তা মোর কিছু নাই আন।
তোর শোকানলে মোর দাহ করে প্রাণ ॥ ... ”
(৪) ইহলোকে তোর সনে নাই দরশন। ... ”

মোর সনে বেড়াইলা আজি জেই জেই বনে।
তাহা দেখিআ কেমতে ধরাইবা জে প্রাণে ॥
মোর মুখে মুখ দিয়া গোআইলা[১] রজনি।
কেমতে থাকিবা এবেং[২] হইআ একাকিনী ॥
এ শোকসাগর মধ্যে কেমতে তরিবা।
একাকিনী শূন্য ঘরে কেমতে বঞ্চিবা[৩] ॥
[ইষ্ট মিত্র জিজ্ঞাসিলে কারে কি বলিবা।
অজ্ঞান হইলা তুহ্মি চৈতন্য হারাইবা ॥]
বৃদ্ধ বাপ মাও যদি তোহ্মা জিজ্ঞাসিল।
তুহ্মি বধূ ঘরে আইলা পুত্র কথাএ গেল ॥ ২৫৫
তুহ্মি কহিলা যদি আহ্মার মরণ।
মোর শোকে তারা তবে তেজিব জীবন ॥
যতনে শান্তাইয় মোর বৃদ্ধ বাপ মাও।
অখনে আসিব ব্যাধ চলি ঘরে জাও ॥
[ব্রত উপবাসে তুহ্মি শরীর শুখাইঅ।
সতী হইয়া ধর্ম্ম শাস্ত্র কভো না ছাড়িঅ ॥]
সদাএ থাকিয় মতি ধর্ম্মের পথএ।
তোর ধর্ম্মে মোর গতি যেন ভাল হএ ॥

(১) 'গোয়াইলা' স্থলে 'পোসাইলা' ... ... পাঠান্তর।
(২) 'থাকিবা এবে' স্থলে 'বঞ্চিবা তুহ্মি' ... "
(৩) শূন্য হৈল মোর পুরী কেহ্মতে দেখিবা। ... "

ধর্ম্ম বলি অধর্ম্মেত না করিয় মতি।
তোহ্মা কি বুঝাইবো আপনেও সতী[১] ॥ ২৬০
এমনে অনেক যদি মৃগে বিলাপিল[২]।
চরণে পড়িয়া মৃগী কহিতে লাগিল ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম জান তুহ্মি আপনে পণ্ডিত।
পণ্ডিত হইয়া বোল কেনে বিপরীত[৩] ॥
স্বামীর জে গতি হএ সে গতি ভার্য্যার।
পুত্র পরিকর আর কি ফল আহ্মার ॥
স্বামী সে নারীর গতি স্বামী সে সকল।
স্বামী বিনে নারীর হএ জীবন বিফল ॥
ব্রত উপবাসে নারীর শুদ্ধ নহে কায়।
স্বামীর সেবাএ নারীর ভাল গতি হএ ॥ ২৬৫
ধর্ম্ম বহি অধর্ম্মেত না করিয় মতি।
স্বামীর চরণ বিনে আর নাহি গতি ॥
অন্ধ বা কুষ্ঠ বা স্বামী বেথাএ পীড়িত।
সতী নারী স্বামী না ছাড়িব কদাচিত ॥
স্বামীর আপদ হইলে নারীর আপদ।
স্বামীর সম্পদ হইলে নারীর সম্পদ ॥

(১) ধর্ম্ম বহি অধর্ম্মতে না দিঅ সম্মতি।
তোহ্মা কি বুঝাইব আমি আপনে মূঢ়মতি ॥ ·· পাঠান্তর
(২) 'বিলাপিল' স্থলে 'বুঝাইল' ... ... „
(৩) পণ্ডিত হইআ কেনে বোল অনুচিত। ... „

[স্বামীর সম্পদ হইলে নারী হরসিত।
স্বামীর বিষাদ দেখি হইব চিন্তিত॥
বাপ মাও ইষ্ট মিত্র সহোদর ভাই।
দেখিবারে শোভা ভালো কার্য্য কেহ নাই॥ ২৭০
স্বামী সে নারীর গুরু স্বামী সে সকল।
স্বামী সম বন্ধু নাই এ মহীমণ্ডল॥]
প্রিয় ছাড়ি স্বামীরে অপ্রিয় ন করিব।
স্বামীর জে ইচ্ছা নারী সেই সে পালিব॥
করিব নানান বেশ স্বামীর বিদ্যমান।
ধরিব নানান বেশ স্বামী বিছমান॥[১]
সেবাএ গুণে তুষিব স্বামীরে।
আর সব ব্রত কি করিব তারে[২]॥
সেই সে নারীধর্ম্ম শুন প্রাণনাথ।
প্রণাম করিয়া প্রভু বোল তোহ্মাত॥ ২৭৫
আপনার প্রাণ লইয়া না জাইমু ঘর[৩]।
তোহ্মাতে কহিল আমি শুন প্রাণেশ্বর॥
সে পাপিষ্ঠ প্রাণ মোর কোন প্রয়োজন।
তুহ্মি হেন প্রভু যদি হইলা অদর্শন॥

(১) ধরিব বিধবা বেশ স্বামী অদর্শন। ... পাঠান্তর।
(২) সেবাএ ভক্তিএ বা তুষিব স্বামীরে।
আর জথ ব্রত ফল কি কহিব তারে॥ ... ,,
(৩) আপনার প্রাণ লই জাইব কথাত। ... ,,

এই সে প্রকৃতি[১] মোর শুন মহাশয়।
তোহ্মার চরণে আহ্মি কহিলাম নিশ্চয়[২] ॥
তোহ্মার বন্ধনে হইল আহ্মার বন্ধন।
তোহ্মার মোচন হইলে আহ্মার মোচন ॥
তুহ্মি বিনে আর মোর নাহি কোন গতি।
ইহলোকে পরলোকে তুমি মোর পতি ॥ ২৮০
তোহ্মার দুঃখ দেখি প্রতিজ্ঞা আহ্মার।
কেমতে দেখিমু তোহ্মার দারুণ প্রহার ॥
তোহ্মার মরণে প্রাণ দিমু প্রাণেশ্বর[৩]।
তোহ্মার দুঃখ দেখি প্রাণ হইল ফাফর ॥
তবে যদি মৃগীএ কহিল ক্রন্দন[৪]।
দূরে থাকিয়া ব্যাধ দেখিল তখন ॥
দেখিয়া হরসিত হইল ব্যাধ বিদ্যাধর[৫]।
হাতে শূল লইয়া ব্যাধ ধনুর্দ্ধর[৬] ॥
ব্যাধ দেখিতে যেন যমের দোসর।
স্বামী আগুছিয়া মৃগী রক্ষণ সত্বর ॥ ২৮৫

---

(১) 'প্রকৃতি' স্থলে 'প্রতিজ্ঞা' … … পাঠান্তর।
(২) তোহ্মার সহিতে প্রাণি তেজিমু নিশ্চয়। … ”
(৩) তোহ্মা বহি কেমতে বঞ্চিমু একশ্বর। … ”
(৪) এমতে বলিয়া মৃগী করএ ক্রন্দন। … ”
(৫) 'বিদ্যাধর' স্থলে 'দুরাশয়' … … ”
(৬) হাতে ছেল করি ব্যাধ ধাইল তথাএ। … ”

হাতে শূল লই ব্যাধ নিকটেত আইল।
প্রণাম করিয়া মৃগী কহিতে লাগিল ॥
এক বাক্য কহি শুন ব্যাধ মহাশয়।
নিশ্চয় মরণ হেতু তোহ্মার আলয় ॥
[নিশ্চিন্তে মরিমু আমি শুন মহাশয়।
আগে আমারে মার ব্যাধ মহাশয় ॥]
বন্দী কৈল্লা স্বামী মোর দারুণ বন্ধনে।
স্বামীর কারণে মুঞি তেজিমু পরাণে ॥
কি পুনি কহিমু তোহ্মা শুন মহাশয়।
নিশ্চয় মরণ হেতু তোহ্মার হাতএ[১] ॥ ২৯০
নর পশু আদি জথ জীব জন্তুগণ।
বিনি দোষে সে সকল মারে জেই জন ॥
অস্ত্রহীন শত্রু জেবা রণ মাজে মারে।
সে সকল লোক জাএ অঘোর নরকে[২] ॥
কেশমুক্ত হইলে কিবা লেঙ্গটা হইলে।
এ সকল লোক জাএ রসাতলে ॥
[শরণ লইলে জেবা মারে দুরাচারে।
সে সকল যমদূতে নরকে জে তাড়ে ॥]

(১) কি পুনি কহিমু মুঞি তোহ্মার স্থানএ।
এথ জানি যথা যোগ্য কর মহাশয় ॥ ... পাঠান্তর
(২) এ সকল লোক মরি জায়ে রসাতলে। ... ”

নারী বিধবা হইলে ব্যাধি (বৃদ্ধ ?) শত্রুগণ।
বন্ধনে থাকিলে না মারিবা কদাচন ॥ ২৯৫
কীট পতঙ্গ আদি জীবজন্তু জথ।
আপনার প্রাণ জেমন সভার তেমত ॥
অনেক শুনিছি আহ্মি আগম পুরাণে।
প্রাণী হিংসা সম পাপ নাহি ত্রিভুবনে ॥
জে পুনি না হিংসে প্রাণী পালে সর্ব্বদাএ।
সে সকল লোক উত্তম গতি হএ ॥
আপনার দুঃখ চিন্তে পর উপকার।
এমত হএ সাধু জনের বেবহার ॥[১]
ধর্ম্মাধর্ম্ম জান তুহ্মি আপনে পণ্ডিত।
তোহ্মার জে ইচ্ছা হএ করএ উচিত ॥[২] ৩০০
প্রাণ সম ধর্ম্ম নাহি এ তিন ভুবন।
প্রাণদান মাগম ব্যাধ আহ্মি দুই জন[৩] ॥
স্বামী বহি নারীর জে গতি নাহি আর।
তোহ্মার প্রসাদে মোর স্বামী কর উদ্ধার ॥

(১) সেই সে জনের জে উত্তম বেবহার। ... পাঠান্তর
(২) এবে জে জুআএ তুহ্মি করহ উচিত। ... ”
(৩) প্রাণদান সম পুণ্য নাহি ত্রিভুবনে।
প্রাণদান আহ্মি তোহ্মাত মাগি দুই জনে ॥... ”

—০—

রাগ—দীর্ঘ ছন্দ (ভাটিআল।)

স্বামীর যে হিত নারী সেবা করে ভক্তি করি
এ মত আছে শাস্ত্রেত বিহিত।
তোহ্মারে কি বুঝাইব আহ্মি সর্ব্বশাস্ত্র জান তুহ্মি
তুহ্মি হও আপনে পণ্ডিত ॥
[ইহলোকে পরলোকে স্বামী না ছাড়িব তহ্মে
জানিব স্বামী সে পরম ধন।
জালে বন্দী কৈলা তুহ্মি স্বামী দান মাগি আমি
মনে ভাবি ব্যাধ মহাজন ॥]
তোহ্মার চরণে ধরি বোলম কাকুতি করি
সাবধানে শুন মহাশয়।
প্রাণতুন অধিক বড় দুর্ল্লভ জে স্বামী মোর
বন্দী হৈল তোহ্মার জালএ ॥ ৩০৫
দেখিতে না পারম্ মোর প্রভু সনে রোম (রহম)
কোন বিধি কৈল্ল এ সকল[১]।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন মেঘে আচ্ছাদিল হেন
দেখি যেন আকাশ মণ্ডল[২] ॥

(১) জালে জে বেড়িল সকল। ... ... পাঠান্তর।

(২) পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গগন মণ্ডলে
কাল মেঘে আচ্ছাদিল ...

[সূর্য্যের প্রতাপ সহিতে জে না পারে
মোর প্রভুর শরীরে।
হেন জে সুকোমল প্রভুর জে অঙ্গ বল
বন্দী কৈলা পুন জালে ॥]
হেন প্রভুর মরণে প্রাণ ছাড়িমু এই ক্ষণে
আর যে মরিব শিশুগণ।
প্রভুর মরণ শুনি শ্বশুর শ্বাশুরী জানি
নিশ্চয়ে তারা তেজিব জীবন[১] ॥
একেশ্বর কৈলা সবান্ধবে বধ কৈল্লা
অনাথ কৈলা সব জন[২]।
আহ্মার শরীর বধি তুহ্মি ব্যাধ হও সুখী
রাখ মোর প্রভুর জীবন[৩] ॥
মৃগীর বচন শুনি তুষ্ট হইলা ব্যাধ পুনি
মনে হইল সকরুণ মতি[৪]।

(১) প্রভুর শোকে মোর শ্বশুর শ্বাশুরী
মরিব সর্ব্ব পরিজন। .. ... পাঠান্তর।
(২) একের মরণে সভার মরণ
অনাথ হইব সকল। .. ... ”
(৩) মোরেহ মারিআ মাংস লইআ জাও
এড়হ মোর প্রাণেশ্বর। .. ”
(৪) মৃগীর বচন শুনিয়া ততক্ষণ
ব্যাধ হইল সকরুণ। .. .. ”

মৃগীরে প্রশংসা করি শূল হস্তে মুষ্টি ধরি
ভূমিতে জে এড়িল সকল[১] ॥ ৩১০
অন্যে অন্যে মুক্ত হইতে ব্যাধ হইল সানন্দিতে
মনে জে ছাড়িয়া বিসএ[২] (বিষাদ) ? ।
গাইল শ্রীরামরাজে মৃগীর বিলাপ কাজে
শুন মৃগলুব্ধ সম্বাদ[৩] ॥

খর্ব্বছন্দ ।

(স্থহিরাগেণ গীয়তে ।)

ব্যাধে বোলে মৃগী তুহ্মি স্থির কর মন
তুহ্মি হেন সতী নাহি ই তিন ভুবন[৪] ॥

(১) মৃগীরে প্রশংসিতে হাতের ধনুশর
ভূমিতে এড়িল তখন । ... পাঠান্তর

(২) শঙ্কর চরণে আনন্দ করিএ মনে
ভক্ত লোক তরিতে কারণে । ... ”

(৩) গাইল রাম রায় মৃগীর বিলাপ
মৃগলুব্ধ সম্বাদ কথন (কথনে ?)॥ ... ”

(৪) ব্যাধে * * * চিত ।
না মারিমু স্বামী তোর বলিলু নিশ্চিত ॥ ... ”

প্রাণ দিতে চাহ তুহ্মি স্বামীর কারণ।
* * * * * ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম জান তুহ্মি বড় পতিব্রতা।
তোহ্মার হোন্তে শুনি কিছু নরকের কথা ॥
[কথেক নরক কিবা নাম সে সভার।]
কথ পরিমাণ তার কেমন প্রকার ॥ ৩১৫
কোন পাপ কৈলে জাএ কোন নরকএ।
অএ মৃগী সত্য কহ আহ্মার স্থানএ ॥
কথেক প্রহর জুড়ি তাহার পরিমাণ।
* * * * * ॥
কথ পরিমাণ তার কেমত প্রকার।
কোন পাপী জাএ কোন নরক মাজার ॥
[ব্যাধের শুনিয়া মৃগী করুণা বচন।
কহিতে লাগিলা তবে নরক কথন ॥]
চিত্ত দিয়া শুন ব্যাধ নরক নির্ণয়।
একমনে শুন কহি ব্যাধ মহাশয় ॥
[যমপুরে এই চারি নরক প্রধান।
প্রধান নরক জে রৌরব হেন মান ॥]
সদাএ জে কোলাহল ঘোর অন্ধকার।
রাত্রি দিবা ভেদ নাহি নরক মাজার ॥
দ্বিতীয় নরক হেন কুম্ভীপাক জান।
অযুত প্রহর জুড়ি তার পরিমাণ ॥

তৃতীয় নরক জান সেই খড়্গধার ।
শতেক প্রহর জুড়ি প্রমাণ তাহার ॥
গজকর্ণ নাম তার চতুর্থ নরক ।
চারি লাখ প্রহর জুড়ি অতি ভয়ানক ॥ ৩২৫
এই চারি নরকের কহিলাম লক্ষণ ।
তাতে জেই পাপী জাএ শুন দিয়া মন ॥
গোঘ্ন কৃতঘ্ন আর ব্রাহ্মণঘাতক ।
দেবগুরু ব্রাহ্মণকে সদাএ নিন্দক[1] ॥
রৌরব নরকে গিয়া পড়ে সেই সকল ।
বৃক্ষ হোতে পড়ে যেন পাকা তাল ফল ।
লোহার মুদ্গরে মুণ্ড করে খণ্ড খণ্ড ।
নানান অস্ত্র ধরে দূত সকল প্রচণ্ড[2] ॥
কারে হানে কারে মারে কারে খণ্ড খণ্ড ।
দারুণ প্রহারে দূত করে লণ্ড ভণ্ড[3] ॥ ৩৩০
জ্বলন্ত আনল জ্বালি ভরিয়া সকল ।
বান্ধিয়া পেলাএ দূত পাতকী সকল ॥

---

(১) গোবধ স্ত্রীবধ আর [illegible] ।
দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু সভার নিন্দক ॥ ... পাঠান্তর ।
(২) নানা অস্ত্রে তাড়ে দূত অতি জে প্রচণ্ড । ... ”
(৩) কাকে চিরে কাকে কাটে কাকে করে খান । ”
[illegible] দূতে লএ [illegible] বাণ । .. ”

কেহ বোলে বাপ মাও কেহ বোলে ভাই।
পরিত্রাণ করে হেন তাতে কেহ নাই॥
লক্ষ লক্ষ প্রাণী সবে করে হাহাকার।
উপরে মারস্তি দূতে দারুণ প্রহার॥
মহা কোলাহল ধ্বনি তাতে সর্ব্বক্ষণ।
মার মার ডাক ছাড়ে দূতে অনুক্ষণ॥
এমত যন্ত্রণা করে সেই নরকএ।
যাবত চন্দ্রাদিত্য পৃথিবী থাকএ॥ ৩৩৫
[আপনে করিআ পাপ কর্ম্ম জেই জনে।
পরভাল কীর্ত্তি জেবা করে বিনাশনে॥]
গুরুপত্নী মিত্রপত্নী ব্রাহ্মণপত্নী আর।
লোকে সব (অপ ?) বাদ করে সেই দুরাচার॥
বাপ জ্যেষ্ঠ ভাই আর সাতাইরে মারে।
জে পাপিষ্ঠ লোকে হিংসা করএ গুরুরে॥
সে সকল লোক জাএ রৌরব নরকএ।
বিধাতার এ সকল খণ্ডন না জাএ[১]॥
চিত্রকর বাদ্যকর যতি বিধবা আর।
কুলে বিশ্বাসঘাতক আর দুরাচার॥ ৩৪০

(১) জথেক যাতনা জে রৌরব নরকএ।
তাতে জেষ্ট পাপী জাএ শুন মহাশয়॥ … পাঠান্তর

সে সকল বসে তাতে শুন মহাশয়।
রৌরবের এই (কথা) কহিলাম নিশ্চয়[১] ॥

(১) "রৌরবের এই কথা কহিলাম নিশ্চয়" এই চরণের পর ২য় পুথিতে নিম্নোদ্ধৃত পাঠ অধিক আছে ;—

হস্তীকন্ধ নামে ঘোর নরক দারুণ।
তার কথা কহি ব্যাধ মন দিআ শুন ॥
পর্ব্বত প্রমাণ যেন নামে গজকন্ধ।
চোক সম হেট (?) তার ডিঘল দশন ॥
লক্ষ লক্ষ নরের জে লএন্ত পরাণ।
করাতে চিরিআ গাও করে খান খান ॥
হাতে পাএ বুকে পিঠে বান্ধে নিরন্তর।
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে সেই সব নর ॥
এমত দারুণ হস্তীকন্ধ নরকএ।
তাতে জেই পাপী জাএ শুন মহাশয় ॥
শূদ্রে মন্দাচার করে বিপ্রে লএ দান।
অবিচারে দুতে তার লএত পরাণ ॥
হস্তীকন্ধ নরকেত জাএ সেই জন।
কন্যা বিক্রয় করি জেবা লএ ধন ॥
মহিষ * * তারে করএ * *।
সদাচার লোক সব ফিরে সর্ব্বদাএ ॥
রাজা হইআ বেদ শাস্ত্র না করে পালন
ধাৰ্ম্মিক এড়িআ অধর্ম্মে করে মন

কুম্ভিপাক নরক বড়হি দারুণ।
আর কথা কহি ব্যাধ মন দিয়া শুন[১] ॥

সে রাজা বান্ধব সঙ্গে বান্ধব সহিত।
হস্তীকন্ধ নরকেতে পড়িব নিশ্চিত ॥
সন্ধ্যাহীন ব্রাহ্মণ জে শূদ্রান্ন ভক্ষণ।
আপনার স্ত্রী এড়ি পরস্ত্রী গমন ॥
স্ত্রীএ করএ পর পুরুষ গমন।
হস্তীকন্ধ নরকেতে জাএ সেই জন ॥
বিনি দোষে ভার্য্যারে যে এড়িয়া ঘরএ।
স্তব করিবার জাএ বনে বা তীর্থএ ॥
বেদবিক্রয়ী জেবা ব্রাহ্মণ দুষ্টমতি।
হস্তীকন্ধ নরকেতে তা সভার গতি ॥
হস্তীকন্ধ নরকের কহিল ব্যবস্থা।
কুম্ভীপাক নরকের শুন কহি কথা ॥

(১) "আর কথা কহি ব্যাধ মন দিয়া শুন" এই চরণের পর ২য় পুথিতে নিম্নোদ্ধৃত পাঠ অধিক আছে ;—

বিষম নরক সেই কুম্ভীপাক নাম।
শতেক প্রহর জুড়ি তাহার প্রমাণ ॥
লক্ষ লক্ষ প্রাণী সব তাহার ভিতর।
বড় ভয়ঙ্কর সেই দেখি লাগে ডর ॥
তাম্রের পাতিলে তৈল ঢালি বহুতর।
বিশেষ করিআ জ্বাল দেহি নিরন্তর ॥

অযুত বচ্ছর (বৎসর) জুড়ি নরক বিস্তার।
পরিচয় নাহি তাতে রাত্রি দিবাকর॥

উঠিআ * * অগ্নি শব্দ করি।
প্রাণী সব পেলে তাতে হাতে পাশ দড়ি॥
কাঁকালীতে দড়ি দিআ মারে বজ্রটান।
সদাএ জে মারে তারে নাই পরিত্রাণ॥
বিপরীত রাও কারে সে পাপী সকল।
চোক খাণ্ডা লই হানে মাথার উপর॥
একবারে মারি প্রাণ জীআএ আরবার।
দণ্ডে ঘাও মারে দূতে মাথার উপর॥
সে সকল লোক জাএ সে সব নরকএ।
তার কথা কহি শুন ব্যাধ মহাশয়॥
পরলোক তরিবারে জেবা করে দান।
প্রাণিখানি লএ জেবা পাপী সেই জন॥
ক্রীড়া করিবারে জেবা বেশ্যা আনে ঘরে।
জে পাপী লঙ্ঘনা করে পরের ভার্য্যারে॥
তৈল মাংস দুগ্ধ ঘৃত অমৃত উত্তম।
দধি পুষ্প ফল জল বস্ত্র আভরণ॥
এ সকল বস্তু হরে জে সকল লোকে।
চিরকাল সে সকলে কুম্ভীপাকে থাকে॥
গরু অশ্ব গজ ভূমি কাঞ্চন সঅন (শয়ন)।
জে সকল দান লএ পতিত ব্রাহ্মণ॥
বজ্রঘাত মারে তারে দূতে নিরন্তর।
সে সকল কুম্ভীপাকে থাকে বহুতর॥

অন্ধকার ঘোরতর নরক দারুণ।
ভয়ঙ্কর দূত সব অস্ত্র নহে উন॥
নানান অস্ত্র ধরি তবে সেই দূতগণ।
অসংখ্য জে প্রাণী সবের হরএ পরাণ॥ ৩৪৫
দন্তে কামড়াইয়া গাও করে খান খান।
তাতে কোন বন্ধু নাহি করে পরিত্রাণ॥
হাতে পাএ বুকে পিষ্ঠে হানে নিরন্তর।
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে প্রাণী কাতর॥
এই মতে দারুণ দুঃখ সেই কুম্ভীপাক নরকএ।
তাতে সেই পাপী জাএ শুন মহাশয়॥
আমন্ত্রি ব্রাহ্মণেরে নহি দেহি দান।
অবিচারে সে সকলের রহন্তি (হরন্তি ?) পরাণ॥
কন্যা বিকিআ ধন যে সকলে লএ।
সে সকল লোক জাএ কুম্ভীপাক নরকএ॥ ৩৫০
অনাথ দেখি যদি না করে পালন।
সদাএ জে ধর্ম্ম হরি অধর্ম্মেত মন॥
সে সকলের ব্যর্থ জর্ম্ম হইল পৃথিবীত।
কুম্ভীপাক নরকেত পড়ে সুনিশ্চিত॥
সন্ধ্যাহীন ব্রাহ্মণ জে শূদ্রান্ন ভোজন।
আপনার নারী ছাড়ি পরতে গমন॥
বিনি দোষে ভার্য্যারে জে এড়িআ ঘরএ।
তপস্যা করিতে জাএ বনে বা তীর্থএ॥

সে সকল কুম্ভীপাক নরকেত স্থিতি।
কুম্ভীপাক নরকে নাহি অব্যাহতি[১] ॥ ৩৫৫

(১) "কুম্ভীপাক নরকে নাহি অব্যাহতি"—এই চরণের পর ২য় পুথিতে নিম্নোদ্ধৃত পাঠ অধিক আছে ;—

কুম্ভীপাক নরকের কহিলুম কথন।
খড়্গাধার নরকের কথা শুন দিয়া মন ॥
বিষম নরক জে নামেতে খর্গধার।
সদাএ কোলাহল ধ্বনি দিন অন্ধকার ॥
চোখ খাণ্ডা লইআ গাও করে খণ্ড খণ্ড।
অস্ত্র সব লইয়া দুতে মারে জে প্রচণ্ড ॥
ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি ধরে দূত সব আর।
পর্ব্বত সমান সব দুতের বিস্তার ॥
আকাশ সমান কেহ উচ্চ বহুতর।
হাতে ছেল সাজে সব দূত নিরন্তর ॥
এক হাত পাও কার বিকৃত আকার।
কালা মেঘ সব দেখি ঘোর অন্ধকার ॥
কেহ সিংহ সম কেহ বিকৃত আকার।
আকাশ পাতালে কার মুখের বিস্তার ॥
কার হাতে খাণ্ডা জাঠি কেহ ত মুদ্গার।
মহাবলী দূত সব অতি ভয়ঙ্কর ॥
কাকে শূল হানে কাকে চিরএ কুঠার।
সূচী লইআ বিন্ধে কাকে করএ বিদার ॥

খর্গধার নরকের শুন কহি কথা।
লক্ষ লক্ষ পাপী সব পড়িছে তথা ॥
ভয়ঙ্কর দূত সব দেখিয়া সকল।
তাম্রকটা তৈলেতে আনিয়া সকল ॥
তাহাতে উগলে তৈল বড় শব্দ করি।
তাহাতে পেলাএ প্রাণী হাতে পাএ ধরি

বাঘে কামড়াইআ কার লএত পরাণ।
মহিষ হানিআ কার করে খান খান ॥
দারুণ প্রহারে প্রাণী করএ হিল্লোল।
নিরন্তর উঠে তাতে কান্দনের রোল ॥
এথেক যাতনা খর্গধার নরকএ।
তাতে জেই পাপী জাএ শুন মহাশয় ॥
জেই লোক প্রাণী হিংসা করে সর্ব্বদাএ
যমরাজা তা সভারে হএত (?) সহায় ॥
পরদ্রব্য হরে লংঘে গুরুর বচন।
এ সকল লোক করে নরকে গমন ॥
তোহ্মারে কহিলুম চারি নরক লক্ষণ।
এই ধর্ম্ম নরকের কহিলু কথন ॥
অদ্‌ভুত কথা মৃগলুব্ধ সম্বাদএ।
মুচুকুন্দ রাজা স্থানে রুক্মিণীএ কএ ॥
শঙ্করকিঙ্কর রামদাস শিশুমতি।
দ্বিতীয় অধ্যায় কথা নরকের খ্যাতি ॥

কণ্ঠেতে বান্ধিয়া রজ্জু ঘন পাড়ে টান।
নিরন্তর ভ্রময়ন্ত নাহি পরিত্রাণ ॥
আর্ত্তনাদ করে সে পাপী সকল।
তিখ্ (তীক্ষ্ণ) খর্গ হানে তবে মস্তকের উপর ॥ ৩৬০
একবারে মারে প্রাণী জীয়াএ আরবার।
শিরের উপরে করে দারুণ প্রহার ॥
এ সকল ঘোর নরকে বসতি।
খর্গধার নরকের এমন বসতি ॥
তাহারে কাড়িয়া লএ জে পাপী জন।
* * * * ॥
পাপ কর্ম্ম করিতে না চিন্তে প্রমাদ।
সে সকল লোক জাএ শুন জে ব্যাধ ॥
রতিক্রীড়া করিবারে বেশ্যাঘরে জাএ।
জে সকলে পরস্ত্রী লজ্জনা করএ ॥ ৩৬৫
তৈল মধু ঘৃত দুগ্ধ রজত কাঞ্চন।
তামা পিতল কাসা আর বস্ত্র আভরণ ॥
এ সকল দ্রব্য চুরি করে জেই জন।
চিরকাল সেই পাপী নরকে ভোজন ॥
মহা দুঃখ পাএ সব নারকী সকল।
উদ্ধার করিতে নাহি চলাচল ॥
ধেনু অশ্ব গজ আর কাঞ্চন ভূষণ।
ভূমিদানে আসন (আসল ?) করএ হরণ ॥

ব্রাহ্মণের বিত্তি (বিত্ত ?) হরে ব্রাহ্মণ মারএ।
সে সকল পাপী খর্গধারে জাএ॥ ৩৭০
গজকর্ণ কথা কহি শুন দিয়া মন।
বিষম নরক জান সেই গজকর্ণ॥
সহস্র প্রহর জুড়ি তাহার নিয়ম।
নাহি তাতে রাত্রি দিবা বড়হি বিষম॥
তিখ্ন অস্ত্রে দূত করে খণ্ড খণ্ড।
অস্ত্রের প্রহারে গাও করে খণ্ড খণ্ড (লণ্ডভণ্ড ?)॥
অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বিকৃতি আকার।
পর্ব্বত প্রমাণ দূত শরীর আকার॥
কারো হাতে খাণ্ডা জাঠি কার হাতে শূল।
নানান মত দূত সব দেখিতে বহুল॥ ৩৭৫
প্রাণি লয়ন্তি দন্তে কামড়াইয়া কারে।
মৈষে চিরি শিঙ্গে কারে ভ্রমাইয়া পাকাড়ে॥
এই মত প্রকারে জীবের হরন্তি পরাণ।
মহা কোলাহল ধ্বনি উঠে ঘন ঘন॥
তাতে জেই পাপী জাএ শুন মহাশয়।
আপনার প্রভু এড়ি পরদারে (দ্বারে ?) জাএ॥
প্রাণ রাখিবারে রণে ভঙ্গ দিয়া।
গজকর্ণ নরকেতে পড়ে গিয়া॥
এ সকল জাএ গজকর্ণ নরকএ।
চিরকাল বৈসে তাতে শুন মহাশয়॥ ৩৮০

জে সকলে প্রাণী হিংসা করে সর্ব্বদাএ।
তার দুঃখ নাশ নাহি শুন মহাশয়॥
অদভুত পাঞ্চালি মৃগলুব্ধ সম্বাদএ।
রুক্মিণী কহন্তি মুচুকুন্দ স্থানএ॥
শঙ্করকিঙ্কর রাম রাজা গুণে (ভণে ?)।
দ্বিতীয় অধ্যায় নরক লক্ষণে॥

— ❊ —

(বড়ারিরাগেণ গীয়তে)

মৃগীএ কহিল যদি এ সকল কথা।
শুনিআ ব্যাধের মনে উপজিল বেথা॥
পাপ হোতে ভয় পাই হইল বেআকুল।
ধনু শর ভাঙ্গি ব্যাধ পেলাইল দূর॥ ৬৮৫
জোড় হস্তে ব্যাধ তবে কহিলা বিনয়।
[বলিতে লাগিল তবে মৃগীর স্থানএ॥]
তুহ্মি মাতা তুহ্মি পিতা তুহ্মি সে সকল।
তোহ্মা সম বন্ধু নাহি এ মহীমণ্ডল॥
নরকের কথা সব প্রকাশিলা তুহ্মি।
মাতৃ সম করিআ জে আদরিলাম আমি॥
[কোন ধর্ম্ম করিলে জে ভাল গতি হএ।
এ সকল কথা মোরে কহ মহাশয়॥]
তোহ্মা হোতে শুনি কিছু ধর্ম্মের নির্ণয়।
তুহ্মি সে আমার গুরু শুন মহাশয়॥ ৬৯০

[এ সকল কহ মৃগী কৈলু নিবেদন।
তোহ্মার প্রসাদে শুনি ধর্ম্মের লক্ষণ ॥]
এথেক শুনিয়া ব্যাধের বিনয় বচন।
কহিতে লাগিল মৃগী ধর্ম্মের লক্ষণ ॥
দান ধর্ম্ম সম নাহি মর্ত্ত্য লোকএ।
দানের মাহাত্ম্য কথা শুন মহাশয়[১] ॥
অন্নজল দান যান পাদুকা বসন।
সুবর্ণ রজত ছত্র উত্তম আসন ॥
এ সকল দান কৈলে স্বর্গপুরে জাএ।
চিরকাল বৈসে গিয়া কতুক লীলাএ ॥ ৩৯৫
[এ সকল লোকে জে উত্তম গতি পাএ।
কর্ম্মেতে থাকিলে দান করে সর্ব্বদাএ ॥]
গৃহ দান করে জেই নর শয্যা দিয়া।
জে সকলে অন্নদান করএ হাসিআ ॥
সে সকল লোক জান না জাএ নরকএ।
যাবত জে চন্দ্রাদিত্য পৃথিবী থাকএ ॥
যথা বিধিমত বৃষ করে দান।
কপিলা ধেনু দেহি জেই পুণ্য মন ॥
সেই ধেনুর গাএ জথ লোম থাকে।
তথেক বচ্ছর লোক থাকে স্বর্গলোকে ॥ ৪০০

(১) দান হেন পুণ্য নাই এ মর্ত্ত্য ভুবন।
দানের মাহাত্ম্য কিছু * * কারণ ॥ ... পাঠান্তর।

বাপী কূপ তড়াগ আর ডিঘি পুষ্করণী।
জে সকলে উৎসর্গে আপনা পুণ্য জানি ॥
ব্রহ্মবধ পাপ হোতে মুক্তপদ পাএ।
চিরকাল নানাসুখে বৈসএ স্বর্গএ ॥
জলদান সম নাহি কোন দান।
তাহা হোতে উত্তম গতি পাএ পুণ্যবান ॥
প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জেবা পাপ করএ।
[শিশু জেবা বৃদ্ধ জেবা যৌবন আনএ (আলয় ?) ॥
কায় মন বাক্যে জেবা পাপ সে কুড়াএ।]
জল দান প্রতাপে সকল নাশ হএ[১] ॥ ৪০৫
তাহা হোতে অধিক জে হএ অন্নদান।
সদাএ সন্তোষ হএ সকলের প্রাণ ॥
নানান যজ্ঞ নানান দান করি নানা ব্রত।
জে দাতাএ অন্নদান করএ সতত ॥
সর্ব্ব হোতে অধিক জে হএ অন্নদান।
এহার সমান আর নাহি কোন দান ॥
কীট পতঙ্গ আদি জীব জন্তুগণ।
যে যার নিভৃতে দান করে মহাজন ॥
মাতৃবংশে পিতৃবংশে সকলি সহিত।
চিরকাল বৈসে স্বর্গে হইয়া আনন্দিত ॥ ৪১০

---

(১) জলদান প্রভাবে সকল দূরে জাএ : ... ... পাঠান্তর।

[ইহলোকে যেই দাতা করে নানা দান।
পরলোকে স্বর্গে যাএ নিশ্চয় এহা জান ॥]
জে পুনি না দিল দান মর্ত্ত্য লোকএ।
পরকাল কভো তার ভাল গতি না হএ ॥
দান সম মুক্ষ (মোক্ষ ?) নাহি মর্ত্ত্য লোকএ।
যাহার কারণে মুক্ত চারি যুগে পাএ[১] ॥
অদাতা পুরুষ তিন লোকে বর্জ্জিত।
কৃপণের ভাল গতি না হএ কদাচিত ॥
এমত কহিলা মৃগী ধর্ম্মের লক্ষণ।
পাশমুক্ত করি মৃগ এড়িল তখন[২] ॥ ৪১৫
মৃগের চরণে পড়ি কৈল নমস্কার।
কহিতে লাগিল তবে করি পরিহার ॥
নিশ্চয়ে জানিল আহ্মি তুহ্মি কোন জন।
এক বাক্য কহি বাপু শুন দিয়া মন ॥
কোন মহাজন তুহ্মি দেয় পরিচয়।
কোন পাপে মৃগ হইয়া জর্ম্মিল বনএ ॥
তোহ্মার যে ভার্য্যা সতী বড় পতিব্রতা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জানে সব গুণে যুতা ॥

(১) দান সম মোক্ষ ধর্ম্ম তিন লোকে নাই।
তাহা হোন্তে ধর্ম্ম মোক্ষ অর্থ কাম পাই ॥ ... পাঠান্তর।
(২) এ সকল শুনি ব্যাধ মৃগীর বচন।
পাশ মুকাইআ মৃগ এড়িল তখন ॥ ... ”

কদাপিয় অল্প নয় তুহ্মি দুই জন।
সত্য কহ তুহ্মি দুই হয় (হও) কোন জন॥ ৪২০
ব্যাধের শুনিয়া তবে বিনয় বচন।
কহিতে লাগিল মৃগী পুরাণ কথন॥
আছিলাম উত্তম রাজা অপর জর্ম্মএ।
নানা রত্ন ধন সব করিলু সঞ্চয়॥
দেবতা ব্রাহ্মণ পূজা কিছু না করিলু।
নীতি ধর্ম্ম প্রজাগণ পালন না কৈলু॥
সেই পাপে মৃগ হইয়া জর্ম্মিয়াছি বনে।
এথ দুঃখ পাই আহ্মি তাহার কারণে॥
ভার্য্যা পঞ্চ শত মোর সর্ব্বগুণে যুতা।
তার মধ্যে মোর এই সতী পতিব্রতা॥ ৪২৫
একচিত্তে পূজিয়াছে উমা মহেশ্বর।
সেই ফলে মোর সঙ্গে অনুচর॥
এই মতে মৃগে যদি (সে কথা) কহিল।
তবে পুনর্ব্বার ব্যাধ কহিতে লাগিল॥
বড় ভাগ্যে হইল আজি তোহ্মার দরশন।
এক বাক্য কহি আমি শুন দিয়া মন॥
প্রাণী হিংসা করি নিতি কুড়াইআছি পাপ।
তাহার কারণে মোর মনে হইছে তাপ॥
নিত্য প্রাণী হিংসা করি চণ্ডাল আচার।
এই পাপের হেতু মোর নাহিক নিস্তার॥ ৪৩০

চণ্ডাল পাতকী তিন লোকে বর্জ্জিত।
চণ্ডালের ভাল গতি নাহি কদাচিত॥
এবে মোর ভাল গতি কোন মতে হএ।
সেই উপায় কহ তুহ্মি আহ্মার স্থানএ॥
এই মতে কহিল যদি বিনয় বচন।
ব্যাধ সম্বোধিয়া মৃগী বলিলা বচন॥
তুহ্মি নাহি কর ব্যাধ চণ্ডাল আচার।
বিধিএ সৃজিয়া আছে এই সে আহার॥
চণ্ডাল না হও তুহ্মি না কর বিষাদ।
চাণ্ডাল লক্ষণ কহি শুনএ আহ্মাত॥ ৪৩৫
দয়াধর্ম্মহীন যেই সদাএ পাপমতি।
তাহারে জানিব ব্যাধ চণ্ডাল দুর্গতি॥
পিশুন হৃদয় দুষ্টমতি অতিশয়।
কামাতুর হই জেই পরনারী লংঘএ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া যে না করে নমস্কার।
এ সকল জানিবা চণ্ডাল আচার॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু শর্করা উত্তম।
কাফাস সুগন্ধি তৈল এ বসন উত্তম॥
এ সকল বেচে জেবা বিপ্র ব্রাহ্মণ অধম।
সেই সে জানিবা তুহ্মি চণ্ডাল অধম॥ ৪৪০
[শ্রীফল নারিকেল অশ্বত্থ বৃক্ষ আর।
এ সকল বৃক্ষ কাটে সেই দুরাচার॥

মিষ্ট দ্রব্য পাই যদি একেশ্বর খাএ।
সেই সে চণ্ডাল হেন জানিঅ নিশ্চয় ॥]
ব্রাহ্মণেরে জেই হিংসা করএ সর্ব্বদাএ।
সে সকল লোক জান চণ্ডাল হৃদয় ॥
আপনার প্রভু যদি বড় দুঃখ পাইল।
তাহারে এড়িআ যদি সুখে বঞ্চিল ॥
এ সকল চণ্ডাল জে শাস্ত্রের বিহিত।
চণ্ডাল লক্ষণ তোহ্মাতে কহিল নিশ্চিত ॥ ৪৪৫
মৃগে আর ব্যাধ যদি কহিতে কথন।
স্বর্গ হোতে এক রথ আইল তখন ॥
সুবর্ণের রথখান মাণিক্য বেষ্টিত।
কিঙ্কিণীর ধ্বনি যে শুনিতে সুললিত ॥
নিত্য গীত বাদ্য করে গন্ধর্ব্ব সকলে।
বিদ্যাধরী সব আইল হাতএ চামরি ॥
শিবদূত সব আইল লইআ জে রথ।
পরম সানন্দে আইল মৃগীর অগ্রেত ॥
[জোড় হাত করি কহে দূত জে সকল।
মৃগ সম্বোধিআ কহে করুণা উত্তর ॥] ৪৫০
শিবে পাঠাইআ দিলেন এই রথখান।
সেই রথে চড়ি আইস শিবের ভুবন ॥
তুহ্মি হেন সতী নারী নাহিক কথাত।
তোহ্মার মহিমাএ তুষ্ট হইলেন গৌরীর নাথ ॥

শীঘ্রগতি রথে চড় বিলম্ব না কর।
পরম সানন্দে চল জথা আছে হর[১] ॥
দূতের এমত বাক্য শুনি তখনে।
জোড় হস্তে বোলে মৃগী মধুর বচনে ॥
স্বর্গে না জাইমু আহ্মি স্বর্গে কোন ফল।
এথাএ আছে প্রভু মোর প্রাণের দোসর[২] ॥ ৪৫৫
স্বামী সে আহ্মার গতি জানিবা নিশ্চিত।
স্বামী এড়ি স্বর্গে না জাইব কদাচিত ॥
বিনয় করিআ কহি তোহ্মা সবের স্থানে।
প্রণাম জানায় (ও) মোর শঙ্করের চরণে ॥
যদি তুষ্ট হইল মোরে বৃষবাহনে।
স্বামী সঙ্গে জাই তবে তাহান চরণে ॥
হেন পুনি ধর্ম্মশাস্ত্র সকল লংঘিয়া।
স্বর্গে ন জাব আহ্মি স্বামীরে এড়িয়া ॥
এমত দূতের স্থানে কহিতে নিবেদন।
স্বর্গ হোতে পুষ্পবৃষ্টি হইল ততেক্ষণ ॥ ৪৬০
মৃগমূর্ত্তি এড়িয়া তখনে দুই জন।
ধরিল উত্তম মূর্ত্তি দিব্য মনোরম ॥

(১) ঝাটে রথে চড় মৃগী না কর বিলম্ব।
পরম আনন্দে চল জথা আছে শিব ॥ ... পাঠান্তর

(২) এথাতে রহিআ আছে মোর প্রাণেশ্বর। ... "

দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করি পরিধান।
কিরীট কিঙ্কিণী হার বিবিধ বিধান॥
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিয়া তবে অগুরু চন্দন।
উত্তম পুষ্পের মালা গন্ধ মনোরম॥
অন্য অন্য দুই জন হসিত (হরসিত?) হইয়া।
প্রণাম করিয়া রথে আরোহিল গিয়া॥ ৪৬০
হেনকালে সেই দুই মৃগ বিদ্যমান।
কর জোড়ে ডাকি বোলে ব্যাধ মহাজন[১]॥
রথে চড়িআ তুহ্মি চলিছ স্বর্গএ।
মোর কোন গতি হইব বোলহ মহাশয়॥
মুঞি অনাথেরে বোল তরিতে উপায়।
কোন ধর্ম্ম করিলে লোক স্বর্গপুরে জাএ॥
শুনিয়া ব্যাধের বাণী সেই দুই জন।
শুনিয়া শান্তাইল তানে মধুর বচন॥
যদি ভাল গতি ব্যাধ চাহসি সত্বর।
জেই উপায় কহি আমি সেই গিয়া কর॥ ৪৬৫
এই বিন্ধ পর্ব্বতের নৈর্ঋত কোণএ।
চন্দ্রভাগা মহানদী তাহার ভিতরএ॥
শিবরূপী এক লিঙ্গ তথাতে আছএ।
সর্ব্ব কামদাতা মুক্তি (মূর্ত্তি)মন্ত মহাশয়॥

---

(১) হেন কালে ব্যাধ তবে দুই বিদ্যমানে।
উচ্চস্বরে ডাকি বোলে দুহান চরণে॥ ... পাঠান্তর।

সেই দেব পূজ গিয়া করিয়া ভকতি ।
তবে সে পাইবা ব্যাধ পরম মুকুতি ॥
মৃগীর সহিতে মৃগ স্বর্গপুরে জাএ ।
বসিয়া চিন্তিল ব্যাধ তরিতে উপায় ॥
অএ প্রিয়া এ সকল কহিলাম লক্ষণ ।
তোহ্মার অদ্‌ভুত কথা শুনি রঙ্গ লাগে মন ॥ ৪৭০
কতুকে এমত যদি রাজাএ কহিল ।
পুনি রুক্মিণী দেবী কহিতে লাগিল ॥
মৃগে আর মৃগী যদি গেলেন্ত স্বর্গএ ।
একশ্বর হইয়া ব্যাধ রহিল বনএ ॥
চিন্তিয়া আকুল ব্যাধ বসিল ভূমিত ।
অনেক ভাবিয়া ব্যাধ স্থির কৈল্লা চিত ॥
ভোজন শয়ন আদি তেজিল সকল ।
একচিত্ত হইয়া ভাবে সদাএ শঙ্কর ॥
চন্দ্রভাগা মহানদী তথাত আছএ ।
তথাতে চলিল ব্যাধ শুন মহাশয় ॥ ৪৭৫
[চিন্তাএ আকুল ব্যাধ জাইতে সে বনে ।
একরূপ দেখে সেই বিচিত্র লক্ষণে ॥]
চিন্তাএ আকুল হইয়া বেড়াএ বনে (বনে) ।
চন্দ্রভাগা মহানদী পাএ সেই ক্ষণে ॥
সেই নদীতীরে এক পবিত্র স্থানএ ।
শিবরূপে এক লিঙ্গ তথাতে আছএ ॥

[দেখিআ তখন ব্যাধ হৈল হরসিত।
প্রণাম করিআ ব্যাধ বসিল ভূমিত ॥]
দেখিয়া তখনে ব্যাধ চিন্তিলা অপার।
একচিত্তে আরম্ভিল পূজিতে শঙ্কর ॥ ৪৮০
নাহি পূজার উপহার নাহিক বিধান।
পাশ এড়ি ব্যাধ তবে করিল আসন ॥
[দুই হাতে জল লই অঞ্জলি অঞ্জলি।
শিবের উপরে এড়ে হৈয়া কুতূহলী ॥]
জথ বিল্বপত্র আছে সেই নদীতীরে।
ছিড়িয়া পেলাএ সকল শিবের উপরে ॥
নানান ভৃকুটি করি মুখবাদ্য আর।
ঘন ঘন ভক্তিভাবে করে নমস্কার ॥
লৈক্ষে লৈক্ষে ব্যাধ শিব করেন নিরক্ষণ।
পরিচয় নাহি তাতে কিবা রাত্রি দিন[১] ॥ ৪৮৫

(১) "পরিচয় নাহি তাতে কিবা রাত্রি দিন"—এই চরণের পর ২য় পুথিতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ অধিক আছে ;—

এহ্মত পূজিআ ব্যাধ রৈল সেই বনে।
পূজক ব্রাহ্মণে আসি দেখিল তখনে ॥
ব্যাধেরে দেখিআ জে তাপিত হৈল মন।
তর্জ্জিতে লাগিল বিপ্রে জথ লএ মন ॥
দুরে ঘুচ পাপী ব্যাধ চণ্ডাল আচার।
* অশুচি পাপিষ্ঠ প্রভু না ছুইঅ আর ॥

ক্ষুধাএ তিষ্ণাএ ব্যাধ হইল কৃশান।
শিবভক্তি ছাড়িআ জে অন্য নাহি মন

বিনি স্নানে কেনে বেটা পূজিলা শঙ্কর।
অঘোর নরকে বেটা তোর নাই ডর॥
এহ্মত অনেক যদি ব্রাহ্মণে বোলিল।
শুনিআ ব্যাধের বড় ভয় উপজিল॥
পূজা এড়িলেক ব্যাধ ভাবিয়া জে মনে।
পবিত্র করিআ শিব পূজিল তখনে॥
প্রণাম করিআ ব্যাধ মাগে পরিহার।
মুই অনাথের গতি কর প্রতিকার॥
প্রাণিহিংসা করি পাপ কুড়াইলু অপার।
পূজিতে লাগিল মুই পাপ খণ্ডাইবার॥
এবে কোন বুদ্ধি মুই পূজিমু শঙ্কর।
স্নানের কেহ্মত বিধি কহত সত্বর॥
বিনি স্নান পূজিলে সে কেহ্মন পাপ হএ।
এ সকল কথা গোসাঞি জানিতে নিশ্চয়
শুনিআ এহ্মত ব্যাধ করুণা বচন।
ব্যাধ সম্বোধিয়া তবে বোলিল ব্রাহ্মণ॥
স্নানের বেবস্থা আহ্মি কহি তোহ্মা স্থানে।
পরম সানন্দে ব্যাধ শুন একমনে॥
যথাবিধি জলেতে উত্তম স্নান করি।
শুদ্ধ শুক্ল বস্ত্র পরি চড়াইব উত্তরি॥

পরম সন্তোষ হইল দেব ত্রিনয়ন।
সাধু সাধু প্রশংসা করএ দেবগণ॥

ভস্মের তিলক দিব ললাট উপরে।
করিব রুদ্রাক্ষ জাপমাল্য মনোহরে॥
পুষ্প দুর্ব্বা ধূপ দীপ নৈবেদ্য উত্তম।
তাম্বুল উত্তম ফল সুগন্ধি মনোরম॥
পঞ্চামৃতে পঞ্চগব্যে করাইব স্নান।
একচিত্তে পূজিবেক জানে ভক্তি জ্ঞান
করিবেক নানা ভূষা নানা নৃত্যকলা।
যথাবিধি করিআ করিব জাপ্যমালা॥
প্রদক্ষিণ করিবেক সানন্দিত মনে।
সর্ব্বক্ষণ ভক্তি হৈব পরম যতনে॥
এহ্মত অনেক যদি কহিল ব্রাহ্মণ।
ব্যাধ সম্বোধিআ গেলা আপনা ভুবন॥
ব্রাহ্মণ বচনে ব্যাধ হরসিত মনে।
ফলপুষ্প আনিবারে গেল তপোবনে॥
আনিলেক নানা ফল পুষ্প বহুতর।
পরম হরিসে আইল পূজিতে শঙ্কর॥
যথাবিধি স্নান কৈল সে নদীর জলে।
পূজা আরম্ভিল ব্যাধ বসিয়া ভূতলে॥
শয়ন ভোজন ব্যাধ আর নাই মতি।
একচিত্তে পূজে শিব করিআ ভকতি॥

এমত অনেক কাল গোআঞিল জবে।
কথ দিনে হইল ব্যাধ পরলোক তবে॥
যমদূত সব আইল হাতে পাশ লইআ।
নানান বন্ধনে ব্যাধ লই জাএ বান্ধিআ॥
হেন কালে শিবে সেই ব্যাধেরে নিবারে।
রথ লইআ দূত সব আইল সেই কালে॥ ৪৯০
[চারি ভিতে বেড়িআছে দেব বিদ্যাধরী।
আনন্দে মঙ্গলগীত হুড়াহুড়ি করি॥
শ্বেত নেত চামর ঢুলাএ মনোহর।
হরসিত হৈআ আইল নিবারে সত্বর॥
রথে থাকি দূত সবে ব্যাধেরে দেখএ।
জথ (দূত) সকলে বান্ধিআ লই জাএ॥]
ডাক দিআ বোলে তবে দূত সকলে।
ছোড় ছোড় ব্যাধ তোরা এড়হ সত্বরে॥
শুনিয়া এমত তবে যমদূত সবে।
উচ্চস্বরে ডাক দিআ বুলিলেক তবে॥ ৪৯৫
সদাএ হিংসিল প্রাণী ব্যাধ দুরাচার।
হেন জন নিতে তোর কোন অধিকার॥
কোভ (কভু) না এড়িব আহ্মি ব্যাধ দুরাচার।
বাহুড়িয়া জাও তুহ্মি আপনার ঘর॥
যমদূত সকলের শুনিয়া উত্তর।
মহাযুদ্ধ বাঝিলেক দেখিতে ভয়ঙ্কর॥

মহাবলী দূত সব নানা অস্ত্র ধরে।
বাহুযুদ্ধ করে কেহ কেহ ধনু শরে॥
অন্যে অন্যে হানাহানি দারুণ প্রহারে।
শিবদূত সকলে যমদূতরে প্রহারে॥ ৫০০
জর্জ্জর করিল দেহ দারুণ প্রহারে।
ভঙ্গ দিল দূত সব সহিতে না পারে॥
শিবদূত সকলের ভাঙ্গিল হাতখান।
কাহার ভাঙ্গিল মুণ্ড হইল দুই খান॥
কার হস্ত কার পাও কাহার কেকালি।
ভূমিতে পড়িয়া কেহ বাহে গড়াগড়ি॥
প্রহারে দূতের সব জর্জ্জর শরীর।
ব্যাধ এড়ি পলায়ন্ত রণে নহে স্থির॥
খেদাইআ মারে দূতে যারে পাএ আগে।
ভয় পাইআ দূত সব ধাএ নানা দিগে॥ ৫০৫
শিবদূত সকলে সানন্দিত মনে।
রথের উপরে ব্যাধ তুলিল তখনে॥
পরিধান নানান বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার।
কিরীট কুণ্ডল হার নানান প্রকার॥
[পরম সানন্দে ব্যাধ হইআ হরসিত।
মন কুতূহলে গেলা শিবের বিদিত॥]
নানান পুষ্পের মালা গন্ধ মনোহর।
জয় জয় শব্দ তবে ভরিল গগন॥

ডুমডুমি পটিস ভেরী বাজে ঘন ঘন।
নানান যন্ত্রের ধ্বনি শুনিতে সঘন॥ ৫১০
ইন্দ্রকন্যা সকলে জে অর্ঘ্যসজ্জা লইয়া।
পরম সন্তোষে ব্যাধ নেয় বরিয়া॥
ব্যাধরে দেখিয়া তবে বৃষভবাহনে।
শান্ত করিলেন্ত তবে মধুর বচনে॥
বড় তুষ্ট হইল তবে কৈল্লা বড়[১] কর্ম্ম।
চতুর্দ্দশী উপবাসে অর্জ্জিলা বড় ধর্ম্ম॥
সেই ধর্ম্মের ফলে আইলা আহ্মার পুরীত।
নানান মতে ভোগ ভুঞ্জ আমার সহিত॥
নানান সুখে থাক তুহ্মি আহ্মার সহিত।
শুন শুন ব্যাধ তোহ্মা কহিলু নিশ্চিত॥ ৫১৫
[তবে সে কিঙ্কর হেন ব্যাধেরে সম্ভাষে।
দয়াএ ব্যাধেরে থুইল আপনার পাশে॥]
অদ্‌ভুত মৃগলুব্ধ জানিবা সুনিশ্চিত (সুনিশ্চয় ?)।
রুক্মিণী কহন্তি কথা মুচুকুন্দ রাজার পাশএ[২]॥
হরসিত হইয়া রামরাজা গাএ।
ব্যাধর গমন শুনি তৃতীয় অধ্যায়[৩]॥

---

(১) 'তবে কৈল্লা বড়' স্থলে 'ব্যাধ দেখি তোর'··· পাঠান্তর।
(২) অদ্‌ভুত কথা মৃগলুব্ধ সম্বাদএ।
মুচুকুন্দ রাজাতে রুক্মিণী কথা কএ॥ ··· "
(৩) শঙ্করকিঙ্কর শিশু রামরাজে গাএ।
ব্যাধ স্বর্গ আরোহণ তৃতীয় অধ্যায়॥ ··· "

রাগ—কামোদি।

রক্তে টলমল গাও সর্ব্ব যমদূত।
তরাসে পড়িল গিআ যমের অগ্রেত॥
যমের সমুখে গিআ এড়ে দণ্ড পাশ।
যমের অগ্রেতে কহে আছে মাত্র শ্বাস॥ ৫২০
তোহ্মার বচনে গেলু ব্যাধ আনিবারে।
বান্ধিয়া আনিতে সেই পাপ দুরাচারে॥
হেন কালে শিবদূত সকল আসিআ।
ব্যাধেরে নিলেক আহ্মা সবেরে মারিআ॥
মহাবলী দূত সব মহা অস্ত্রধর।
নানা অস্ত্র প্রহারিআ করিল জর্জ্জর॥
চিরকাল জীব জন্তু আহ্মি আনি সবে।
কেহ নহি করে আর এহ্মত লাঘবে॥
শুনিআ দূতের বাক্য যম মহাশয়।
জিজ্ঞাসা করএ চিত্রগুপ্তের স্থানএ॥ ৫২৫
সদাএ প্রাণীহিংসা করে জেই দুরাচার।
শিবলোকে জাই তার কোন অধিকার॥
কোন ধর্ম্ম কৈল ব্যাধ পাপী দুরাচার।
অএ চিত্রগুপ্ত কহ আহ্মার গোচর॥
শুনিয়া যমের হেন কুপিত বচন।
চিত্রগুপ্তে পাজি চাহি কহিল কথন॥

প্রাণীহিংসা করি নিতি পাপ সে অর্জ্জিল।
উত্তম আচার ধর্ম্ম কভু না করিল॥
হেন পাপিষ্ঠের কেনে শিবলোকে গতি।
বুঝিতে না পারি আহ্মি ধর্ম্ম মুখ্যমতি॥ ৫৩০
শুনিআ এমত চিত্রগুপ্তের বচন।
কোপ করি ধর্ম্মরাজে বলিলা বচন॥
জীব জন্তুর প্রাণিহিংসা না করিমু আর।
দণ্ড পাশ এড়ি সবে এড়ে অধিকার॥
শিবের চরণে গিআ করি নিবেদন।
অএ চিত্রগুপ্ত আইস লই দূতগণ॥
সত্বরে চলিআ গেলা শিবের ভুবন।
হরের সমুখে গিআ বলিলা বচন॥
দণ্ড পাশ নিআ সব এড়িলা সত্বর।
প্রণাম করিআ পড়ে ভূমির উপর॥ ৫৩৫
ভূমিতে পড়িআ যম করে পুটাঞ্জলি।
স্তুতিবাক্য পঠিতে লাগিল শুদ্ধ বলি॥
তুহ্মি ব্রহ্মা তুহ্মি বিষ্ণু তুহ্মি মহেশ্বর।
ত্রিভুবন রক্ষা হেতু তুহ্মি মুক্তি (মূর্ত্তি?)ধর॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুহ্মি অধিপতি।
তুহ্মি বিনে ত্রিভুবনে আর নাই গতি॥
ব্রহ্মা আদি করিআ জথেক মুনিগণ।
তোহ্মা তত্ত্ব জানে কেহ নাই ত্রিভুবন॥

এহ্মত অনেক স্তুতি করিল জখন।
জোড়হাতে যমরাজে বলিলা বচন॥ ৫৪০
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিবারে স্থাপিলা আহ্মারে।
বান্ধিআ আনিতে দুষ্ট পাপিষ্ঠ ব্যাধেরে॥
হেন কালে তোহ্মার কিঙ্কর সবে গিআ।
ব্যাধেরে আনিল কাড়ি সকলি লংঘিআ॥
প্রাণিহিংসা করে ব্যাধ পাপী দুরাচার।
তোহ্মার পুরীতে তার কোন অধিকার॥
হেন পাপী আইল যদি তোহ্মার লীলাএ।
কাহার উপরে তবে আহ্মার বিষয়॥
হেন জানি দণ্ডপাশে নাহি কোন কাজ।
বিষয়ের কাজ নাই পাইলু বড় লাজ॥ ৫৪৫
যমের শুনিআ হেন বিনয় বচন।
হাসিআ বলিলা তবে বৃষভবাহন॥
কেনে (কোপ ?) পরিহর যম শান্ত কর মন।
কহিব তোহ্মাতে আমি তাহার কথন॥
এই ব্যাধে সাজিআ হরিসে এক কালে।
বিন্ধ পর্ব্বতেতে গেল কান্ধে লই জালে॥
বেড়াইআ না পাইল ব্যাধ হরিণ শূকর।
বেলা অবসানে হইল অস্ত দিবাকর॥
শীতে ভাতে বড় বৃষ্টি পাইল সেই বনে।
একেশ্বর হই ব্যাধ রহিল তখনে॥ ৫৫০

সিংহ ব্যাঘ্র মহিষের ভাবিআ জে ভয়।
লুকাই রহিল ব্যাধ গাছের আলয় ॥
শুভযোগে সেই দিন শিবচতুর্দ্দশী।
গাছেতে রহিল ব্যাধ হৈআ উপবাসী ॥
সেই বৃক্ষতলে দির্ব্ব পবিত্র স্থানএ।
শিবরূপে এক দেব তথাতে আছএ ॥
নিদ্রা নিবারিতে ব্যাধ চিন্তিল হৃদয়।
সে গাছের পত্র ছিড়ি ভূমিতে পেলাএ ॥
ছিড়িআ পেলাএ জথ পত্র নিরন্তর।
সে সকল পত্র পড়ে শিবের উপর ॥ ৫৫৫
এহ্মাতে সকল রাত্রি কৈল জাগরণ।
প্রভাত সময়ে তুহ্মি দিলা দরশন ॥
তুষ্ট হইআ তুহ্মি জে তাহারে বর দিলা।
এবে কেনে সে কথা আপনে পাসরিলা ॥
প্রাণদান দিলা জে সেই মৃগ মৃগীরে।
মৃগের বচনে আইল পূজিতে আহ্মারে ॥
যথাবিধি আহ্মারে পূজিল অতিশয়।
সেই ধর্ম্মে আইল ব্যাধ আহ্মার আলয় ॥
খেদ পরিহর যম শান্ত কর মন।
সে সকল পরে না আনিমু কদাচন ॥ ৫৬০
শুনিআ এ সব বোল যম হরসিত।
প্রণাম করিআ যম পড়িলা ভূমিত ॥

সপ্ত বারে প্রদক্ষিণ করিআ বিহিত।
আপনার পুরে গেলা হৈআ হরসিত ॥

—০—

কথা অবশেষে তবে পাইল রজনি।
এমত সকল কথা কহিলা রুক্মিণী[১] ॥
রাত্রি প্রভাতে মুচুকুন্দ নরপতি।
হরিসে কহিলা রুক্মিণী সুমতি[২] ॥
তোহ্মার কারণে রাত্রি কৈলু জাগরণ।
এক বাক্য কহি আহ্মি শুন দিআ মন ॥ ৫৬৫
[বিন্ধ পর্ব্বতে এথা শিবলিঙ্গ আছে।
চন্দ্রভাগা মহানদী আছে তার কাছে ॥
তাহারে পূজিআ সেই ব্যাধ পাইল বর।
আহ্মিহ পূজিব গিআ সে দেব শঙ্কর ॥
চলিলেক নরপতি শিব উদ্দেশিয়া।
সন্তোষে চলিলা রাজা মহাদেবী লইয়া ॥
চন্দ্রভাগা মহানদী বিন্ধ পর্ব্বতএ।
চলিলেক গিআ রাজা মহাশয় ॥
দেখিলেক গিয়া রাজা পুণ্য আলয়।
যথাবিধি স্নান করে সে নদীর জলএ ॥ ৫৭০

(১) এহ্মত সকল কথা কহিল রুক্মিণী।
কথা অবসান হৈল পোসাইল রজনী ॥ … পাঠান্তর।

(২) প্রভাত সময়ে মুচুকুন্দ মহাশয়।
হরসিত হইআ কহে রুক্মিণী স্থানএ ॥ … ”

নানান উপহার দিয়া বহুতর।
জাতি মালতী আর চম্পা নাগেশ্বর॥
বিল্বপত্র অখণ্ড আর ধুতুরার ফুল।
কদম্ব মরুবক আর দিল বহুতর॥
কস্তূরী কুসুম আর অগুরু চন্দন।
নানান আমোদ গন্ধ ব্যাপিত শোভন॥
[কর্পূরবাসিত যুত দিআ গুআ পান।
নানা পুষ্প দিআ করে শঙ্কর প্রণাম॥]
কাংস্য করতাল বাজে পট্টিস মাদল।
শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি হইল কোলাহল॥ ৫৭৫
নানান যন্ত্রের ধ্বনি শুনিতে সুললিত।
নানান বিবিধ স্থানে অতি সুশোভিত॥
নানান মত নৃত্য গীত দেখিতে সুন্দর।
টাঁকিল বিচিত্র আর চন্দ্রাতপ আর॥
* * * * ।
বেদধ্বনি দিল তাতে অনেক দ্বিজবর[১]॥
বিবিধ প্রকারে পূজা অনেক স্তবন।
নানান মতে সেই স্থানে পূজিল তখন॥
জথাবিধি তথাতে যজ্ঞ আরম্ভিয়া।
লক্ষ লক্ষ নমস্কার করে শিবেরে উদ্দেশিয়া॥ ৫৮০

(১) 'অনেক দ্বিজবর' স্থলে 'জথ বিপ্রগণ' ... পাঠান্তর।

দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু শর্করা সহিত।
ছুলিক (?) নানান মতে শাস্ত্রের বিহিত[১] ॥
পঞ্চ গব্যে পঞ্চামৃতে করিলেক স্নান।
করিলেক স্নান পূজা শাস্ত্রের বিধান ॥
বস্ত্র অভরণ দিল নানান অলঙ্কার।
কিরীট কেয়ূর দিল গজমুক্তাহার ॥
একচিত্তে জপিলেক করিয়া জে ধেয়ান।
পূজা সমাপিয়া রাজা করিল স্তবন ॥
পূজা সমাপিয়া তবে হস্তিনা-ঈশ্বর[২]।
আদেশিলা নন্দী ভৃঙ্গে আর জথ অনুচর ॥ ৫৮৫
একটি রথ লইয়া চলহ সত্বর।
রাজ্য সহিতে আন মুচুকুন্দ নরবর ॥
সুবর্ণের রথখান মাণিকে বেষ্টিত।
গজমুক্তার হার শোভে চারি ভিত ॥
সর্ব্বাঙ্গ শোভিত রথ নানান অভরণ।
কিরীট কুণ্ডল হার নেপুর কঙ্কণ ॥
কস্তুরী কুসুম আর অগর চন্দন।
পরিলেক নানান মতে দিব্য অভরণ ॥

(১) আনিল বিচিত্র দ্রব্য শাস্ত্রের বিহিত ॥ ... পাঠান্তর।

(২) "পূজা সমাপিলা যবে হস্তিনা-ঈশ্বর" এইরূপ পাঠ হইলেই বেশী অর্থ-সঙ্গত হইত বোধ হয়।

বাজাএ নানান বাদ্য শুনিতে সুসার।
দুন্দুমি পটিস ভেরী কাঁস করতাল॥ ৫৯০
নানান বাঁশী মৃদঙ্গ আওরে (?) শঙ্খ ভেরী।
গন্ধর্ব্ব সকলে নাচে নাচে (গাহে ?) বিদ্যাধরী॥
জয় জয় শব্দ তবে ভরিল গগন।
রথ লইয়া চলিলেক সকল রুদ্রগণ[১]॥
রত্নময় রথেত চড়িয়া মহাশয়।
রুক্মিণী সহিতে রাজা চলিলা স্বর্গএ॥
গগনমণ্ডল ছাইয়া রথ সব চলে।
শুনিআ রথের ধ্বনি ত্রিভুবন কাম্পে[২]॥
জাইতে কতুক রাজা পুরীর সহিত।
ইন্দ্রলোক পাইল গিয়া রাজা হইল সানন্দিত॥ ৫৯৫
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনি দিয়া পুরন্দর।
কহিল বিনয় করি শুন নৃপবর॥
স্বর্গেরি দুর্ল্লভ স্থান আহ্মার নগরী।
এথা সুখে রাজ্য কর আহ্মার বাক্য ধরি॥
ইন্দ্রের শুনিয়া হেন বিনয় বচন।
ভক্তিএ প্রণাম করি কহিলা তখন॥
এথা না রহিব আহ্মি শুন পুরন্দর।
স্বপুরী সহিতে জাইব যথা আছে হর॥

(১) রথ আরোহিআ চলে জথ পৌর জন। ... পাঠান্তর।
(২) * * বসুমতী টলে। ... ”

যাবত দেখম গিয়া হরের চরণ।
না রহিব কোন স্থানে শুন দিয়া মন॥ ৬০০
শুনিয়া বচন মুচুকুন্দ[১] মহাশয়।
সাধু সাধু করিয়া প্রশংসে নিশ্চয়॥
তবে কথ দূরে রাজা চলিলেক জবে।
কতুকে ব্রহ্মালোক পাইলেক তবে॥
পাত্ত অর্ঘ্য আচমনি দিয়া ততক্ষণ।
ব্রহ্মালোক হোতে আইল জথ নারীগণ॥
সানন্দে পুছিলা তবে দেব প্রজাপতি।
ভাল হইল এথা আইলা রাজা মহামতি॥
এথাএ সুখে রাজ্য কর স্বপুরী সহিত।
নানান মতে ভোগ কর আহ্মার বাঞ্ছিত[২]॥ ৬০৫
ব্রহ্মার শুনিয়া হেন বিনয় বচন।
প্রণাম করিয়া রাজা বলিলা তখন॥
তুষ্ট হইয়া কহিলেক প্রশংসা বচন।
তবে আর কথ দুরে গেলেন্ত রাজন॥
পাইলেক বিষ্ণুর পুরী জীবন সাফল।
সানন্দ হইয়া তবে রাজা মহাবল॥
বিষ্ণুলোক মধ্যে গিয়া মিলিলেন্ত জবে।
হরির কিঙ্করগণ আইলেন্ত তবে॥

(১) 'মুচুকুন্দ' না হইয়া 'পুরন্দর' হইলেই বেশী অর্থ-সঙ্গত হইত।
(২) নানা সুখ ভুঞ্জ রৈআ এই জে পুরীত। ... পাঠান্তর।

[অর্ঘ্য জল লই আইল নানা অভরণ।
বাড়ি আনিবারে আইল জথ নারীগণ ॥] ৬১০
নারায়ণ দেখ আসি জগতমোহন।
দেখ আসি মহাশয় দেব নারায়ণ ॥
শুনি নারীগণের বাক্য চলিলা সত্বর।
পুরীর সহিতে গেলা কৃষ্ণ দেখিবার ॥
বৈকুণ্ঠ দেখিয়া রাজা হইলা চমৎকার।
রত্নময় সিংহাসন অতি ভয়ঙ্কর ॥
দেখিলেন্ত শঙ্খচক্র দেব গদাধর।
জনম সাফল হইল দেখিলাম দামোদর ॥
দেখিয়া মুচুকুন্দ পুরীর সহিত।
প্রণাম করিয়া রাজা পড়িল ভূমিত ॥ ৬১৫
মুচুকুন্দ দেখিয়া কহিলা কৃষ্ণ কমললোচন।
এথা রহ মহাশয় আহ্মার ভুবন ॥
শুনিয়া এমত বাক্য কৃষ্ণের বচন।
করযোড় করিয়া কহিল তখন ॥
* * * ।
পুরীর সহিতে জাইব শিবের ভুবন ॥
এমত মুচুকুন্দ রাজা শুনিয়া বচন।
কহিলা ইসিত (ঈষৎ) হাসি দেব নারায়ণ ॥
তোহ্মারে দেখিয়া তুষ্ট হইলাম শুনয় রাজন।
* * * * ॥ ৬২০

সাধু সাধু মুচুকুন্দ রাজা মহাশয়।
স্থির হইয়া চল তুহ্মি শিবের আলয়॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য তবে নৃপবর।
প্রণাম করিয়া রাজা চলিলা সত্বর॥
বিষ্ণুলোক হোতে আইল জথ নারীগণ।
মুচুকুন্দ রাজা জাইতে করিল ক্রন্দন॥
রথে জাইতে রাজা জথ দূরে জাএ।
উচ্চস্বরে কান্দিয়া সকল নারী ধাএ॥
না দেখিল সেই রাজা গেল জবে।
নৈরাশ হইয়া পুনি (পুরী?) পাইল গিয়া তবে॥ ৬২৫
আর কথ দূর হাটি রাজা জাএ জবে।
কৈলাশশিখর পুরী দেখা দিল তবে॥
শঙ্খ চক্রের সম দেখিতে ধবল।
চাহিতে না পারে তেজ বড়হি উজ্জ্বল॥
লক্ষ প্রহর জুড়ি রথের বিস্তার।
পুষ্পরথেত পথ দেখিয়া সুসার॥
পাইল শিবের পুরী মুচুকুন্দ মহারাজ।
জয় জয় শব্দ হইল পুরিআ সমাজ॥
মুচুকুন্দ আইল শুনিয়া শঙ্কর।
আদেশিলা পাছে পাছে জথ অনুচর॥ ৬৩০
পুরীর সহিতে আইল মুচুকুন্দ নরবর।
অন্তস্পুরী বাড়ি আন আহ্মার গোচর॥

চলিলেক দূত সব শিবের আদেশে।
রুদ্রকন্যা সব আইলা বেশে সুবেশে[১] ॥
পরম সুন্দর সব উত্তম যৌবন।
মত্ত মাতঙ্গ জিনি মন্থর গমন[২] ॥
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত দিব্য নানান অভরণ।
কস্তুরী তিলক লই অগর চন্দন ॥
ধূপ দীপ দিয়া বিবিধ বিধান।
* * * * ॥ ৬৩৫
ধান্য দূর্ব্বা দিয়া তবে মাণিক্য মুক্তাহার।
নানান মত দ্রব্য সব বিবিধ প্রকার ॥
মাথে অর্ঘ্য দিল নারী মাথে দূর্ব্বা ধান্য (দল ?)।
বাজাএ ডুন্দুমি বাদ্য পটিস মাদল ॥
বীণা বাঁশী শঙ্খ বাদ্য হস্তে চামর[৩]।
[নানা নৃত্য গীত কেলি করএ প্রচার[৪] ॥

(১) লড়িল সকল দূত শিবের আজ্ঞাএ।
রুদ্রকন্যা সব আইল বিবিধ ভূষাএ ॥ ... পাঠান্তর।

(২) পরম সুন্দরী সব উত্তম যৌবনী।
মত্ত মাতঙ্গ জিনি লীলাএ গমনী ॥ ... ”

(৩) বাদ্যধ্বনি নানা মত শুনিতে সুসার। ... ”

(৪) “নানা নৃত্য গীত কেলি করএ প্রচার”—এই চরণের পর ২য় পুথিতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ অধিক আছে ;—
মুচুকুন্দ গেল শিব দেবের আলয়।
পুরীর সহিতে থুইল আপনার স্থানএ ॥

মুচুকুন্দ গেল শিব দেবের আলয়।]
পুরীর সহিতে থুইল আপনার আলয় ॥
বিবিধ প্রকারে ভুঞ্জো জথ ভোগ লএ।
* * * * ॥ ৬৪০
এহা শিবের প্রিতি করএ জঙ্গ (যোগ্য ?) ভোগ।

সুবর্ণ রজত মণি মাণিক্যের ঘর।
শতেক প্রহর জুড়ি বড়হি প্রচুর ॥
নানা উপহার দ্রব্য সে রুদ্র কন্যাএ।
সেবা করে মুচুকুন্দ শিবের আলয় ॥
এহ্মত অনেক আশ্বাসিলা মহেশ্বর।
দয়াএ আপনা পাশে থুইল নৃপবর ॥
অএ গৌরি তোহ্মা স্নেহে জিজ্ঞাসিল আমি।
জে আহ্মার প্রিয় ব্রত জিজ্ঞাসিলা তুহ্মি ॥
শ্রদ্ধাহীন জনে যদি ব্রত বা করএ।
কদাচিত সে নর নরকে নহি জাএ ॥
জে পুনি শ্রদ্ধাএ করে শিবচতুর্দ্দশী।
মোর সখা হৈআ বৈসে শিবলোকে আসি।
শিবরাত্রি পাই যদি করে জাগরণ।
অন্তকালে হএ তার স্বর্গেত গমন ॥
শিব সম দেব নাই ত্রিলোক্য ভিতর।
কোন যজ্ঞ নাই অশ্বমেধ সমশ্বর ॥

এই মতে রাজা রাণী হইআ সন্তোষ।

* * * * ॥

শিবের পরম ভক্তি রাজার জানিলা।

বসিয়া পার্ব্বতী সঙ্গে প্রশংসা করিলা॥ ৬৪৩

ইতি মৃগল্বব্ধ পুস্তক সমাপ্তঃ ভিমস্যাপী রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ঃ জথা দিষ্টি তথা লেখীত ঃ লেখীতং সর্ব্ব দোসকল নম বানেশ্বরায় ন ঃ নরকায় নমো তারন ঃ ঙ্গান প্রতায়ক নম হনশ্বরঃ কপুর কুণ্ডর জটাধরায় ঃ দ্বক্ষ দারিদ্র নাসায়ঃ ইতি সন ১১৪২মং (মঘী) তারিখ ৩১ ভাদ্র বেলা বুদবার ঃ শ্রীধুউচাঙ্গ বরূআ সাং রূতুরা।